চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 14 May 2019 ■ আগরতলা, ১৪ মে, ২০১৯ ইং ■ ৩০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমবাসায় ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত শ্রমিক, শান্তিরবাজারে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

সিএনজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ঘায়েল চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়ে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে । সোমবার সকালে ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার কেকমাছড়া সেতুর নীচে রেল লাইনে মনীন্দ্র দেবনাথের (৭০) মৃত্যু হয়েছে ট্রেনের ধাক্কায় ।রেল পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকালে আগরতলা থেকে ধর্মনগরগামী ট্রেন ৭-টা ৪০ মিনিট নাগাদ কেকমাছড়া রেলওয়ে ব্রিজের নীচে রেল লাইনে মনীন্দ্র দেবনাথকে ধাক্কা দেয়। তাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভবত রেল লাইন পার হওয়ার সময় এই ঘটনাটি ঘটেছে। মনীন্দ্র দেবনাথের ছেলে জানিয়েছেন, সকালে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তিনি মূকবধির ছিলেন। তাছাড়া, দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তাঁর রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর খবর আসে বাড়িতে। স্থানীয় জনগণ রেল লাইনে মৃতদেহ দেখে পুলিশে খবর দেন। আমবাসা থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে কুলাই জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশের অনুমান, মূকবধির হওয়ায় ট্রেনের শব্দ মনীন্দ্র দেবনাথ শুনতে পাননি। তাই রেল লাইন ধরে হাঁটার সময় ট্রেন ধাক্কা মারে, তাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

গাড়ির ধাক্কায় ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজারে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার দুপুরে শান্তিরবাজারে জয়গুরু পেট্রোল পাম্পের সামনে গাড়ির ধাক্কায় প্রভাত মিত্র (৬০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘাতক গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ। কিন্তু, চালক পালিয়ে গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এদিন দুপুর ২-টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাইসাইকেলে চেপে বাড়ি যাওয়ার পথে শান্তিরবাজার সুভাষ কলোনির বাসিন্দা প্রভাত মিত্রকে টিআর ০৮ ০৭০৩ নম্বরের মারুতি গাড়ি জয়গুরু পেট্রোল পাম্পের সামনে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় বাইসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। তাতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় জনগণ ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে বোধজংনগরে একটি গাড়িতে সিএনজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। তাতে গাড়ির চালক উত্তম সাহা অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। তার শরীরের পঞ্চাশ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। উত্তম সাহার বাড়ি বাধারঘাটে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং উত্তম সাহাকে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা সংকটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় গত বছর ২২ ডিসেম্বর শহরের আমতলী এলাকায় একটি অটোর সিএনজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়ায় জ্যান্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনজন। এরপর প্রশাসনের তরফে সিএনজি সিলিন্ডারের মেয়াদ পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, এই উদ্যোগ আর বেশী দূর এগোয়নি।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক গড়ায় ত্রিপুরার অবদান রয়েছে : রীভা গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অবদান রয়েছে, স্বীকার করলেন সে-দেশে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাস। তাঁর কথায়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে ভারতের মধুর সম্পর্ক রয়েছে। তবে, এই মধুর সম্পর্কের জন্য ত্রিপুরারও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সোমবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ-কথা বলেন তিনি। সাথে যোগ করেন, বাংলাদেশের উন্নতিতেও ত্রিপুরার অবদান রয়েছে।

সোমবার ত্রিপুরা সফরে এসেছেন বাংলাদেশস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাস। আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে আগরতলায় এসেই তিনি সোজা চলে যান নিশ্চিন্তপুর। সেখানে তিনি ভারত-বাংলা রেল সংযোগের কাজের খোঁজখবর নিয়েছেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রীভা গাঙ্গুলি বলেন, ত্রিপুরায় প্রথম এসেছি। আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেছি। তিনি জানান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক রয়েছে তার পেছনে ত্রিপুরার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের উন্নতিতেও ত্রিপুরার অবদান অস্বীকার করা যায় না। তাঁর কথায়, ভারত, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার উন্নতি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে কর্মরত রেলওয়ে উপদেষ্টা অনিতা বারিক সহ রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারীকরা।

আজ তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সাথে রেল যোগাযোগের ব্যাপারটা কিছু সময় নিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু, নির্দিষ্ট সময়েই দু-দেশের মধ্যে রেল সংযোগের কাজ সমাপ্ত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় আরও দুটি সীমান্ত হাট চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাতে, দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে উভয় দেশ উপকৃত হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ত্রিপুরায় পণ্য আমদানির প্রক্রিয়া চলছে। খুব শীঘ্রই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে স্থায়ীভাবে পণ্য আমদানি শুরু হবে বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিশ্চিন্তপুর সীমান্তে আগরতলা-আখাউড়া রেলওয়ের কাজকর্ম সরেজমিনে খতিয়ে দেখন রীভা গাঙ্গুলি। ছবি নিজস্ব।

সপ্তম দফার জন্য প্রচার শুরু প্রিয়াঙ্কার

উজ্জয়িনী, ১৩ মে (হি.স.) : কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা সোমবার মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরে মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন।সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের বাকি মাত্র সপ্তম দফা। সোমবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরে মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন। তারপর তিনি প্রচার শুরু করেন।সোমবার মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, উজ্জয়িনীর লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থীর সর্মথনে সেখানে শোভাযাত্রা করেন। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে শেষ দফায় অর্থাৎ সপ্তম দফায় ১৯ মে।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কামাল নাথ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ পাচৌরি এবং অন্যান্য পার্টির নেতারা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা মহাকালেশ্বর মন্দিরে প্রায় এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত করেন। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরের সাধারণ সম্পাদকের শোভাযাত্রায় মানুষের প্রতিক্রিয়া ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজ্য কংগ্রেসের মুখপাত্র শোভা ওজা সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।উজ্জয়িনী আসনে কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক বাবুলাল মালব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপির অনিল ফিরোজিয়ার বিরুদ্ধে।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের শিকার হল বিরোধী দল সিপিএমের পোলিং এজেন্ট ও তার পরিবার। ঘটনা টাকারজলার ১৭নং বুথ এলাকায়। শাসক দলের দুর্বৃত্ত বাহিনীর হামলায় আহত হয়ে ৭০ বছরের বৃদ্ধ জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের ১৬৮টি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হয় রবিবার। অন্যান্য স্থানের সঙ্গে টাকারজলা বিধানসভার অন্তর্গত ১৭নং বুথ রাধাচরণী ঠাকুরপাড়া স্কুলেও ভোটগ্রহণ করা হয়। এই বুথে সিপিআইএমের পোলিং এজেন্ট ছিল সুরেশ দেববর্মা। তাকে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল শাসক জোটের লোকজনরা, আতঙ্কে সিপিএমের পোলিং এজেন্ট ভোট শেষে রাতে বাড়িতে ফিরে যায়নি। বাড়িতে ছিল বৃদ্ধ মা বাবা। রাতে আশঙ্কা অনুযায়ী বিজেপি আইপিএফটি'র দুর্বৃত্ত বাহিনী সুরেশ দেববর্মার বাড়িতে ঢুকে তার খোঁজ করে। বাড়িতে না পেয়ে তারা বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। সুরেশ দেববর্মার ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধ বাবাকে তারা প্রচণ্ড মারধর করে। তাতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। চন্দ্রকুমার দেববর্মাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলা হাসপাতালে চরম অবহেলায় এইচআইভি রোগীনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৩ মে।। চূড়ান্ত অবহেলার শিকার এইচ আই ভি আক্রান্ত এক মহিলা।ত্রাতার ভূমিকায় সংঘদ্বীপ নামক এনজিও সংস্থা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কদমতলা থানা দিন ইচ্ছাই লালছড়া এলাকার এক গৃহবধূ এইচ আই ভি তে আক্রান্ত হয়ে চার দিন ধরে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল ভর্তি ছিল। এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীর স্বামী তার স্ত্রীকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চলে যায়। তারপর স্বামীর কোন খোঁজখবর নেই। তার বাড়ির গিয়ে খোঁজখবর করলে জানা যায় স্বামী ঘরে তালা দিয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে কোথাও চলে গেছে। চারদিন প্রচন্ড অযত্ন অবস্থায় নোংরার মধ্যে পড়ে থাকার পর এইডস এর উপর কাজ করা সংঘদ্বীপ নামক এনজিও সংস্থার সদস্যরা যোগাযোগ করেন কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের এম ও আই সি অরুনাভ চক্রবর্তীর সাথে। এম ও আই সি এর সহযোগিতায় এনজিও সংস্থার সদস্যরা এইচআইভিতে আক্রান্ত মহিলাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু জেলা হাসপাতালে আসার পরও রোগীকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফটিকরায়ে এসপিও ক্যাম্পে হুকলাইনে বিদ্যুৎ চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। সাধারন মানুষ হুকলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি করলে এবং তাতে ধরা পড়লে তাদের অনেক শাস্তির কথা আমরা শুনে থাকি। কিন্তু এবারে যা দেখা গেল তা দেখলে হতবাক হবেন অনেকেই। ফটিকরায় থানার অধীনে রয়েছে বারবার তলের একটি এসপিও ক্যাম্প। বছরের পর বছর এই ক্যাম্পেই চলছে হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি। এই দৃশ্য ধরা পড়ল সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায়। একটি দুটি নয় একসাথে তিনটি হুকলাইন লাগিয়ে সরকারী এই ক্যাম্পের অভ্যন্তরে চলছে বিদ্যুতের ব্যবহার। সরকারী ক্যাম্পে হুক লাইনের ব্যবহার কি আইনের চোখে অপরাধ নয়? সব জেনেও প্রশাসন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায়। কিন্তু কেন? অবশ্য হীরার রাজ্যে সবকিছুই সম্ভব। সাধারনের বক্তব্য অবিলম্বে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

জিবিতে আচমকা হানা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর, শুনলেন রোগীদের অভিযোগ, প্রতিকারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। অনেক দিন পর ফের আগরতলা মেডিক্যাল গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায়বর্মন। মূলত, রোগীর ভিড় বেড়েছে, তাতে হাসপাতালে বেড পাচ্ছেন না রোগীরা। ফলে, মেঝেতে লম্বা লাইন পড়েছে রোগীদের। সাথে প্যাথলজি পরিষেবা নিয়ে রোগীদের অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কানে গিয়েছে। এই সমস্ত কিছু সরেজমিনে খোঁজখবর নিতেই আজ হঠাৎ তিনি জিবি হাসপাতালে গিয়ে হাজির হন।ত্রিপুরার প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতাল। স্বাভাবিকভাবেই রোগীর ভিড় অনেক বেশি। কিন্তু, সম্প্রতি রোগীর ভিড় এতটাই বেড়ে গেছে যে, মেঝেতে লম্বা লাইন করে রোগীদের শুয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। রোগীর তুলনায় বেড সংখ্যা কম হওয়ায় এই অবস্থা বলে জানিয়েছেন জিবি হাসপাতালের সুপার।সোমবার হঠাৎ জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েই তিনি সোজা চলে যান বিভিন্ন ওয়ার্ডে। সেখানে তিনি রোগীদের খোঁজখবর নেন। রোগীদের কাছ থেকে হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন। বেশ কয়েকজন রোগীর পরিবার হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানিয়েছেন। মূলত, সঠিক সময়ে চিকিৎসকের অভাব, বেড এবং প্যাথলজি পরিষেবা নিয়েই সবচেয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আশা কর্মীরা পাচ্ছেন না বকেয়া টাকা প্রতিবাদে খোয়াইয়ের সিএমওকে ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ মে।। খোয়াই জেলা হাসপাতালে প্রতিনিয়ত একের পর এক ঘোটলায় হাসপাতালের একাংশ কর্মীর ৯/৬ এর কলঙ্ক বেরিয়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে আশা কর্মীরা ২ বছর ধরে তাদের বকেয়া টাকা পাচ্ছেন না। আর এসবের পেছনে খোয়াই এনএইচএম দপ্তরের হিসাব রক্ষক অমিত দাসেরনাম উঠে এসেছে। এই বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার পক্ষ থেকে একপ্রতিনিধি দল আশা কর্মীদের নিয়ে খোয়াই জেলা হাসপাতালে হাজির হয়। ঘঠনার বিবরণ দিতে গিয়ে ত্রিপুরা কর্মচারী ফেডারেশনের খোয়াই বিভাগীয় সম্পাদক প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য জানান, খোয়াই এনএইচএম দপ্তরের হিসাব রক্ষক অমিত দাস এই ঘটনার মূল

কান্ডারী। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের বিভিন্ন কর্মীদের থেকে হরির লুট চালিয়ে যাচ্ছেন অমিত দাস। এমন কি আশঅ কর্মীদের টাকা ও সঠিক ভাবে দিচ্ছেন না। আশা কর্মীরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন এবং আশা কর্মীদের সাথে প্রায়শই খাপার ব্যবহার করেন অমিত দাস। আরও জানা যায় ওনি নাকি এমএস ও সিএমও থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলে নিজেকে ভাবেন। যার ফলে আশা ও আশা ফেসিলেটরদের বকেয়া টাকা না দিয়ে বেআইনিভাবে অন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আশা কর্মীদের অর্থ অমিত দাস যখন ইচ্ছা হচ্ছে দিচ্ছেন। আশা কর্মীরা ২ বছর ধরে তাদের বকেয়া টাকা পাচ্ছেন না। আশা কর্মীরা অমিত দাসকে প্রায় সময় বলেন তাদের বকেয়া টাকা দেবার জন্য। বরং তার কথা না মানলে আশা কর্মীদের টাকা কেটে নেওয়ার হুমকি দেয় অমিত দাস। মোদ্দা কথা কাজ করবে আশা কর্মীরা, অর্থ লুটে খাবে অমিত দাস এন্ড কোং। খোয়াই জেলা হাসপাতালের সিএমও নির্মল সরকারের চোখের আড়ালে এই ভাবে হরির লুট চলছে অথচ তিনি জেগে ঘুমিয়ে আছেন। অন্যদিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পুর নিগমের অভিযোগকে আপত্তিকর বলে খন্ডন করল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র-ইন- কাউন্সিলাররা সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, আজ তার জবাব দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। শুধু তা-ই নয়, নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর পুর নিগমের মেয়র-সহ অন্যান্য সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারেননি, সে-বিষয়েও প্রমাণ-সহ অভিযোগ খণ্ডন করেছে সরকার । আজ সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ক্ষোভের সুরে বলেন, নিজেদের দুর্বলতা আড়াল করার জন্যই পুর নিগম নানা মিথ্যা তথ্য তুলে ধরেছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছে । ত্রিপুরা সরকার আগরতলা পুর নিগমের এই মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আগরতলা পুর নিগমের সদস্যরা দেখা করতে পারছেন না, তাঁদের এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা । তিনি এ-বিষয়ে তথ্য তুলে ধরে জানান, গতবছর ১০ আগস্ট ও ৮ অক্টোবর এবং এ-বছর ৮ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পুর নিগমের মেয়র-সহ অন্যান্য সদস্যদের বৈঠক হয়েছে । তাঁর দাবি, গতবছর ১০ আগস্ট মেয়রের বাসভবনে, ৮ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে এবং এ-বছর ৮ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে । এছাড়া আরও তিনবার পরিকল্পনার বাইরে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তাঁরা বৈঠক করেচেন ।পাশাপাশি পুর এলাকার বিভিন্ন কাজকর্মের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আরও তিনবার পুর নিগমের মেয়র এবং অন্যান্য সদস্যদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, পুর নাগরিকরা পরিষেবা সঠিকভাবে পাচ্ছেন না। তাতে পুর নিগমের প্রতি মানুষের অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাই পুর নিগম মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, বলেন শিক্ষামন্ত্রী।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী ত্রিপুরা সরকার পুর নিগমকে সাহায্য সহযোগিতা করছে না এই অভিযোগেরও খণ্ডন করেছেন। তাঁর দাবি, পূর্বতন সরকারের তুলনায় ত্রিপুরার বর্তমান সরকার পুর নিগমকে বেশি অর্থ প্রদান করেছে। তাঁর কথায়, চতুর্দশ অর্থ কমিশন ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে পুর নিগমকে দিয়েছে ১৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। বর্তমান সরকারের আমলে তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ২০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা । তিনি আরও জানান, চতুর্দশ অর্থ কমিশন সমস্ত পুর ও নগর সংস্থাগুলিকে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে দিয়েছিল ৩৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা । সেই তুলনায় বর্তমান সরকার ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে দিয়েছে ৩৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না বলে পুর নিগম যে অভিযোগ করেছে তা-ও সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁর কথায়, পূর্ত দফতরের ডিভিশন ওয়ান সাড়ে চার কোটি টাকা, ডিভিশন থ্রি চার কোটি টাকা এবং ডিভিশন ফাইভ পাঁচ কোটি টাকা রাস্তা সংস্কারে খরচ করেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, আগরতলা পুর নিগমে কোনও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ভারতের সংবিধান রাজ্য সরকারকে দেয়নি । কারণ, পুর নিগম স্বাধীন সংস্থা । নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই পুর এলাকার উন্নয়নে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন, এটাই রেওয়াজ । তাতে, রাজ্য সরকার শুধু পরামর্শ দিতে পারে, কিন্তু কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ সংবিধান মোতাবেক সম্ভব নয়। তাই, মুখ্যমন্ত্রী পুর নিগমের কাজকর্ম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকায় বন্য হাতির তান্ডব প্রশাসন নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। মুঙ্গয়াকামী রেঞ্জের বনাঞ্চল ফাঁকা বনদস্যুদের দ্বারা। এবার গভীর বনাঞ্চলে থাকা বন্যহাতির দল এবার লোকালয়ে এসে হানাদারি চালাচ্ছে রাতের অন্ধকারে কিংবা দিবালোকে। লোকালয়ের মানুষজন হাতির তান্ডবে সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকতে হচ্ছে। অথচ বাম জামানা কালে বন্য দাতাঁল হাতির তান্ডব থেকে রক্ষার উপায় হিসাবে বনদফতর থেকে ফেন্সিং এর কাজ ও করেছিল ওই সময়। যা কোনো কাজেই আসেনি। লাভা লাভ হয় বন দফতরের একাংশ আমলার এবং রাজনৈতিক নেতাদের। উল্লেখ্য থাকে ইদানিংকালে বন্যহাতির তান্ডবে কল্যাণপুর থানাধীন এলাকায় এক ব্যক্তির মৃত্যুও হয়। এছাড়াও তেলিয়ামুড়া উত্তর মহারানীপুর সড়ক প্রায়ই বন্ধ থাকে বন্য হাতির বাড়বাড়ন্তে। বর্তমানে শুখা মরশুম চলছে। বনাঞ্চলে খাদ্যের অভাবের কারনে বন্যহাতির দল এবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই সন্তানের জননীকে ধর্ষণের চেষ্টা, থানায় ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। কৈলাসহরের সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় দুই সন্তানের জননীর শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এব্যাপারে অভিযুক্তের নামধাম উল্লেখ করে কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

পুলিশ অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে তাকে পেয়েও গ্রেপ্তার করেনি বলে অভিযোগ। এমনকি ঘটনার তিনদিন পরও মামলা রেজিস্ট্রি না করায় ক্ষুব্ধ মহিলা সোমবার কংগ্রেস ভবনে গিয়ে কংগ্রেস নেতাদের ঘটনাটি জানান। শ্লীলতাহানী ও ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় পুলিশ মামলা গ্রহণ না করায় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করা হয়। অভিযোগকারীনিকে সঙ্গে নিয়ে উনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জমান, রুদ্রেন্দ্র ভট্টাচার্য সহ অন্যরা কৈলাসহর মহিলা থানায় যান। ঘটনায় তিনদিন পরও কেন মামলা নেওয়া হলো না সে বিষয়ে স্পষ্টীকরণ চান কংগ্রেস নেতৃত্ব। কিন্তু মহিলা থানায় ওসি অপর্ণা দেবনাথ এ ব্যাপারে কোনও সদোত্তর দিতে পারেননি। অভিযোগকারী মহিলা জানান গত ১০ মে সকালবেলা তার স্বামী অটো নিয়ে রুটি রোজগারের জন্য বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরই প্রতিবেশী শ্যামাপ্রসাদ রাজকুমার ঘরে ঢুকে তার শ্লীলতাহানী কবে এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে। মহিলার চিৎকারে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এসে অভিযুক্তকেও দেখতে পান। তখন সে সেখান থেকেই পালিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই কৈলাসহর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। কিন্তু অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১লা মেয় অপর একটি ধর্ষণের ঘটনায় পরও মহিলা থানায় পুলিশ একই ধরনের ভূমিকা পালন করেন। শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে পড়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মহিলা থানার পুলিশ।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২১১ ▫ ১৪ মে ২০১৯ ইং ▫ ৩০বৈশাখ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সমাজদ্রোহী দৌরাত্ম্য বাড়িতেছে

রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাজ্য জুড়িয়া সমাজদ্রোহীদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে। এই সমাজদ্রোহীদের কিছু অংশ গেরুয়া দলের কর্মী পরিচয় দিয়া রাজ্যে হামলা লুটপাট চালাইবার অভিযোগ মিলিতেছে। একথা হয়তো মানিতেই হইবে যে, রাজ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলিলেও এই নতুন সরকারের কোনও রাজনৈতিক খুন নাই। এক সময়, বিশেষ করিয়া বাম শাসিত ত্রিপুরায় বহু রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটিয়াছে। এরাজ্যে সন্ত্রাস হামলা ও খুনের ঘটনার জন্মদাতা সিপিএম আজ সাধু সাজিলে হইবে না। রাজনৈতিক খুনের রাজনীতিতে ত্রিপুরা শীর্ষ স্থান দখল করিয়াছিল। রাজ্যে পালাবদলের প্রায় দেড় বছরে জনমনে প্রতিক্রিয়া আছে। ক্রমেই আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিতেছে। চুরি, ছিনতাই ইত্যাদির ঘটনা বাড়িয়া চলিয়াছে। একথা মানিতেই হইবে যে, রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে মানুষের জীবনে অভাব জাঁকাইয়া বসিয়াছে। নতুন সরকার সেই অভাবক্লিষ্ট এলাকায় অভাবী মানুষদের জীবনে নতুন করিয়া আলোর ঝরণা ধারায় স্নাত করিবার ব্রত পালনে সাফল্য কতখানি তাহা নিয়ে জোর বিতর্ক আছে। অভাব বাড়িলেই চোরের উপদ্রব বাড়ে, বাড়িতে থাকে ভিক্ষুকের সংখ্যা। এই ত্রিপুরায় এক সময় ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়িতেছিল। কিন্তু গত কয়েক দশকে রাজ্যে ভিক্ষুক নাই বলিলেই চলে। পিছাইয়া পড়া রাজ্য হইলেও ত্রিপুরাবাসী মননের দিক দিয়া পিছাইয়া নহে।

সম্প্রতি, রাজ্যে চোরের উপদ্রব যেমন বাড়িয়াছে তেমনি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হইতেছে। রাজধানী আগরতলা বাইপাস সহ অন্যান্য এলাকায় সমাজদ্রোহী মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে। ছুরি চালাইয়া ট্রাক চালককে কতিপয় মাফিয়া বাইপাসে আহত করে। বিভিন্ন এলাকায় অপরাধীরা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। পুলিশ আছে সেই পুলিশেই। পুলিশ চলে কর্তার ইচ্ছায়। কিন্তু, ধান্দা থাকে দক্ষিণা আদায়ের। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ সক্রিয় ও কঠোর ভূমিকা নিতেছে না। ফলে, অপরাধ বাড়িবার প্রবণতা বিদ্যমান। অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে। তবে, নেশা কারবারীরা ধরা পড়িতেছে। এই সব বাজেয়াপ্ত করা নেশা সামগ্রীগুলি সবই নষ্ট করিয়া ফেলা হয়? অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে নেশা কারবারিরা পালাইয়াও বাঁচিতেছে না। নেশার বিরুদ্ধে পুলিশ সাফল্য পাইবার পিছনে কারণ কি? কিংবা প্রশ্ন উঠিতে পারে সাধারণ আইন শৃঙ্খলা ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে পুলিশ কি দৃঢ় পদক্ষেপ নিতেছে? কারণ, বিভিন্ন টেন্ডারের কাজেও এখন নিগোসিয়েশন বাণিজ্য জোর গতিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাম আমলে নিগোসিয়েশন বাণিজ্যে মাফিয়া দৌরাত্ম্য বন্ধে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হইলেও সাফল্য তেমন মিলে নাই। এইসব মাফিয়াদের কাছে মাথা নুয়াইতে দেখা গিয়াছে আইনের রক্ষকদের। এই অবস্থায় মাথাচাড়া দিয়া উঠিবার লক্ষণ স্পষ্ট হইতেছে।

ত্রিপুরায় ভোটের উত্তাপ এখন আর নাই। এখন তেইশে মে'র সেই লগ্নের দিকেই নজর সকলের। কেন্দ্রে কোন দল বা জোট ক্ষমতায় বসিতেছে তাহাই এখন জল্পনার মূল কেন্দ্র বিন্দু। এই লোকসভা নির্বাচনের পরেই ত্রিপুরায় আবার নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়িবে। পঞ্চায়েত ভোটের তোড়জোর চলিবে। আবার চালু হইয়া যাইবে আদর্শ আচরণ বিধি। এই বিধির ঠ্যালায় রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ তো মুখ থুবরাইয়া পড়িয়াছে। সরকারী কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন না হইলে, টেন্ডার ইত্যাদি না হইলে, সরকারী টাকা ঠিকাদারদের মাধ্যমে বাজারে না গেলে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দুর্বলতা থাকিবে? এই পরিস্থিতির সহসা উন্নতির লক্ষণ তো দেখা যাইতেছে না। ত্রিপুরায় বৃহৎ শিল্প, কলকারখানা তেমন নাই। সরকারী কাজের টেন্ডার ইত্যাদি কাজে জড়িত থাকে বহু কর্মী। কিন্তু, উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ তো আচরণ বিধির ঠ্যালায় স্তব্ধ হইয়া আছে। রাজ্যে চুরি ইত্যাদি ঘটনা বৃদ্ধির পিছনে দায়ী রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনে আর্থিক মন্দা। এই পরিস্থিতি কাটাইয়া উঠিতে হইলে এডিসিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সরকার টাকা দেয় না বলিয়া এডিসিও হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে। রাজ্যের সর্বব্যাপী এই অচলাবস্থা কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে রাজ্যের গরীব মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ চুরমার হইয়া যাইতে পারে। আর ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার সমস্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বাড়িবে।

মহিলাদের কাঁধেই এবার মাওবাদী দমনের গুরুদায়িত্ব

নয়াদিল্লি।। মহিলাদের কাঁধেই এবার মাওবাদী দমনের গুরুদায়িত্ব তুলে দিল প্রশাসন। বস্তারে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল ছত্তিশগড় পুলিশ। এবার বস্তার ও দান্তেওয়াড়ায় মহিলা কমান্ডো টিম মোতায়েন করল রাজ্য প্রশাসন। এই প্রথমবার কোনও মাওবাদী প্রবণ এলাকায় মহিলাদের মোতায়েন করা হল। ৩০ সদস্যের ওই প্রমীলা বাহিনীর নাম ''দান্তেশ্বরী ফাইটার্স।''জঙ্গল-পাহাড়ে ঘেরা ছত্তিশগড়। প্রায়শই সেখানে মাওবাদী হামলা লেগেই থাকে। প্রাণহানিও নতুন কিছু নয়। সবচেয়ে বেশি মাওবাদী হামলার খবর পাওয়া যায় দান্তেওয়াড়া এবং বস্তারে। সেই বস্তারেই এবার পুরুষের বদলে থাকবেন মহিলা কমান্ডোরা। প্রমীলা বাহিনীর কাঁধে মাওবাদীদের মোকাবিলার দায়িত্ব। ৩০ সদস্যের ওই প্রমীলা বাহিনীর নাম ''দান্তেশ্বরী ফাইটার্স''। টিমের দায়িত্বে রয়েছেন ডিএসপি দীনেশ্বরী নন্দা। গত বছর রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়েছিল সিআরপিএফ। সেই টিমকে বলা হত ''বস্তারিয়া ব্যাটেলিয়ন''। তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। ''দান্তেশ্বরী ফাইটার্স''-এর ওই ৩০জন কমান্ডো এসেছেন ওই বস্তারিয়া ব্যাটেলিয়ন থেকেই। ওই বাহিনীতে রয়েছে ৫জন আত্মসমর্পণকারী মহিলা মাওবাদীও। এখানেই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কাজটা করতে চাইছে প্রশাসন। দান্তেওয়াড়া ও বস্তারের মতো মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় মহিলা কমান্ডো মোতায়েন করায় অবাক অনেকেই।রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, ওইসব কমান্ডোদের জঙ্গলে যুদ্ধের কড়া প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

জম্মুতে সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর, একে-৪৭ রাইফেল ও নগদ টাকা-সহ গ্রেফতার দু'জন জঙ্গি

বানিহাল ও জম্মু, ১৩ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় সন্দেহভাজন দু'জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করল সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনীঊ সোমবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাগ জম্মু রিজিওনের রামবান জেলার গুল এলাকায় দু'জন সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ ধৃত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল-শওকত আহমেদ এবং তৌফিক আহমেদঊ জম্মু পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত জঙ্গি শওকতের বাড়ি দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় এবং তৌফিকের বাড়ি কুলগামেঊ ধৃত জঙ্গিদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একে-৪৭ রাইফেল এবং নগদ ১.৫ কোটি টাকাঊ

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় রামবান জেলার গুলের হারা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে দু'জন সন্ত্রাসবাদীঊ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার ভোররাতে ওই এলাকায় যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশঊ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ গ্রেফতার করা হয় ওই দু'জন সন্দেহভাজন জঙ্গিকেঊ আপাতত ধৃত জঙ্গিদের ডেরা করছেন পদস্থ পুলিশ কর্তারা।

লুপ্ত সভ্যতার সন্ধানে কুরুক্ষেত্রের পরমাণু যুদ্ধ হয়েছিল

দুর্গাপদ ঘোষ

সর্ষের মতো খুব ছোট ছোট বীজের দানা, উত্তর দিল পুত্র। এবার এখটা দানাক ভাঙা বলেন উদ্দালক। শ্বেতকেতু অনেক কষ্টে দানাটার খোসা ছড়িয়ে পি তাকে দেখাল। সে ক্ষুদ্র বস্তুকে ফের ভঙতে বললেন ঋষি। সে ক্ষুদ্র কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও শ্বেতকেতু তদাকে আর ভাঙতে পারল না। এবার ঋষি উদ্দালক পুত্রকে বোঝাতে লাগলেন — এই যে ক্ষুদ্র বস্তুকণা যাকে তুমি আরভঙতে পারছ না,, এবই মধ্যে নিহিত রয়েছে এই বিশাল বটবৃক্ষের শক্তি। ছান্দোগ্যে উপনিষদের এই অংশটি অনুসরণ করলে এই বিষয়ে উপনীত হওয়া যায় যে, অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা যাকে ভাঙা যায় না, পদার্থ বা ভৌত বিজ্ঞানকে তাকে বলা হয় থাকে অনু। গ্রিক শব্দে অ্যাটম। কিন্তু গ্রিক ভ াষায় অ্যাটম কথার মানে হল যা অবিভাজ্য। বিজ্ঞানীরা অবশ্য পরে সে অ্যাটমকে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্র এই তিনভাগে ভাগ করতে সক্ষম হয়েছেন। অতি উচ্চ প্রযুক্তির অন বা পরমানু। এর মধ্যে যে মহাশক্তি নিহিত থাকে তা হল বা পরমাণু শক্তি। তার সৃষ্টিশীল ক্ষমতা যেমন অসীম তেমনি ধ্বংস ককরতে ক্ষমতা মারাত্মক। পরমাণ ু থেকে যে বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে তার থীবব্রতা অকল্পনয়ী। এর আবিষ্কার আপাততভাবে অনেক আধুনিকক মনে করা হলে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা যে এর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তার নানা প্রমাণ পায়া যায়। প্রাচীন ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানী ঋষি কণাদের পঞ্চভৌতিক তত্ত্বে তো এমনকি পরমাণুর আকর এবং অবস্থানের কথাও বলা হয়েছে। কণাদের তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণু হল নিত্যং পরিমন্ডলং। নিত্য অর্থে অবিনশ্বর বা অবিভাজ্য, পরিমন্ডলং মানে মন্ডলাকার বা গোলাকার। ২ হাজার ৬০০ বছর আগের এই পরমাণু গগবেষকের ব্যাখ্যা অনুসারে অখন্ড মন্ডলাকালং ব্যাপ্ত যেন চরাচরং এই অখন্ড ও গোলাকার বস্তুকণা বিশ্বব্রহ্মান্ডের সর্বত্র পরিবপ্ত। কণাদের পঞ্চভৌতিক তত্ত্ব হল মহাবিশ্ব বা ব্রহ্মান্ডের সমস্ত কিছুই পঞ্চভূতে গঠিত ও পরিব্যাপ্ত। সে পাচ ভৌত হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম কণাদের এই তত্ত্ব এতটাই গুরুত্ব লাভ করেছে। যে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তথার আবিষস্কারক আলবার্ট আইনস্টাইন পর্যন্ত তা ঘাঁটাঘাটি করেছেন। মন্ডলাকার অতিক্ষুদ্র, যে কোনও বিন্দু হলেও তার মধ্যে আনুবীক্ষিক শূন্যস্থান থাকতে প্যারে। মানে আনুবীক্ষণিক গ্ধবিন্দু শূন্য হতে পারে। ব্যাপ্ত যেমন চরাচরং কথার মাধ্যমে ঋষি কণাদ বসতুত ইথারের পরিব্যাপ্তির ইঙ্গিত ধিয়েছেন। অর্থাৎ কিনা 'পরস্পর সংযুক্ত পরমাণুর ঘনীভূত উপস্থিতি রয়েছে ব্রহ্মান্ডের সর্বত্র। যেখানে তার কোনও এক বিন্দুতে তরঙ্গের সৃষ্টি হলেল ব্রহ্মান্ডের সর্বত্র তার প্রবাহ পরিব্যাপ্ত হয়। সাধারণ ভাবে যা বেতার তরঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত। আইনস্টাইন অবশ্যএই ইতার নামক পদার্থের অস্তিত্বের কথা খন্ডন করেছেন। কিন্তু শূন্যের কথা অস্বীকার ককরেননি। কণাদের তত্ত্ব বলছে, এই যে প্রকান্ড বিশ্বব্রহ্মান্ড এর সৃষ্টি এবং স্থিতি হল নিত্য পরিমন্ডলংয়ে। মানে পরমু তে এবং মহাশূন্যে। ভৌত বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এবং পরমাণু বা অতি ক্ষুদ্র ব স্তুকণার ঘনীভূত শক্তির মহিমা যে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের জানা ছিল আপাততভাবে ছান্দোগ উপনিষদে এই মনোজ্ঞ কাহিনির মাধ্যমে তার এককটা তাত্ত্বিক ধারণা আমরা পাই। কিন্তু তার অনেকক আগেই এই মহাশক্তির ফলিত রূপ লক্ষ্য করা যায় মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে। যা নিয়ে অনেকক বিজ্ঞানী ঐতিহাসিক এবং পুরাতাত্ত্বিক গবেষণজ্ঞকরে চলেছেন। তাদের কারও কারও গবেষণা লব্ধ জ্ঞান থেকে'স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ব র্তমানে বহমাত্রিক টি এন টির তুলনায় অনেক কম শক্তি হলেও ওই মহাযুটদ্ধ পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগ হয়েছিল। বিশেষ করে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল বস্তুত পরমাণ ু অস্ত্র।

বর্তমান করুক্ষেত্রের অবস্থান হল হরিয়ানায়। কিন্তু মহাভারতের কালে কু রুংবংশের সাম্রাজ্য হিসাবে করুক্ষেত্রের পরিধি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোনও কোনও পন্ডিতের মতে মূল রণবূতির কেন্দ্র এই কুরুক্ষর হলেও তার সম্প্রসারণ ঘটেছিল দূরদূরান্তেরে। উত্তর পশিচমে সিন্ধউ প্রদেশ, এমন কি গান্ধার পর্যন্ত। সিন্ধুর রাজা জয়দ্রথ এভং গান্ধারের যুবরাজ শকুনি যদিও যুদ্ধের মূল ক্ষেত্রে কৌরবদের পক্ষে লড়াই করেন,, কিন্তু যুদ্ধের প্রভাব যে এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করাচি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল কোনও কোনও গবেষক তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছেন বলে মত ব্যক্ত করেছেুন। তাছাড়া মহাভারতের কালে এই কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে এবং উত্তর প্রবাহিত হত যথাক্রমে বৈদিক নদী সরস্বতী এবং তার এক শাখা নদী দৃষদ্বতী। বেদব্যাসের মহাভারতের আদিপর্বে এর উল্লেখ করে বলা হয়েছে। দক্ষিণেন সরস্বত্যা উত্তরে দৃষদ্বতীম।যযে বসন্ত কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি তর্রিবিসস্স্টপে।

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের অবস্থান ছিল উল্লেখিত দুই নদীর মাঝে। এ থেকে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে বর্তমানে লুপ্ত বৈদিক নদী সরস্বতী কোনও কাল্পনিক ধারণা নয়। এক সময়ে তা সত্যি সত্যিই প্রবাহমান ছিল।

কু রংক্ষেত্রে পুরাখনন চালিয়ে একাধিক রথের ভগ্নাবশেষ তীর ধনক একটা ধাতু নির্মিত গদা, তামার মুদ্রা, সোনার অলঙ্কার, ধর্মকর্মের চিহ্ন যেমন যজ্ঞবেদীর নিদর্শন মিলেছে। প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর কিছু কিছু রাখা হয়েছে কু রংক্ষেতরে সংগ্রহশালায়। তা থেকে নিরন্তর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হচ্ছে। কার্বন ডেটিং পরীক্ষায় বয়স নিরূপিত হয়েছে এখন থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর। কুরুক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত খুব এককটা গভীরে পুরাখনন চালানেহয়নি তা সত্ত্বেও যেসব নির্দশন আবিষ্কার হয়েছে তার ওপরে এই পরীক্ষায় যেমন বয়স নির্ধারণ হয়েছে তেমনি তেজস্ক্রিয় বিকিরণকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হিসাবেসামনে রেখে পনীন্ডতদের কেউ কেউ কুরক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পরমানু অস্ত্রের ব্যবহারের কথা বলেছেন এবং বলছেন। ঘটনা হল, যারা এই মত প্রকাশ করেছেন তারা কিন্তু কেবল সাংস্কৃতিক পন্ডিত নন। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী তথা বিজ্ঞঅন গবেষক। লুপ্ত সভ্যতার সন্ধানের নিবন্ধকার বার বারই বলার চেষ্টা ককরছেন যে রামায়ণ মহাভারতের মতো কাব্যশ্রয়ী প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থসমূহ হল রামায়ণ কাহিনির আঙ্গিকে বিধৃত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিপরণ। এটা যেমন জার্মান পন্ডিত প্রয়াত হামালসিয়ে অনুমান ককরেছিএলন তেমনি কুরুক্ষেত্রের ব্যাপারে অনুভব করতে পেরেছিলেন আধুনিক পরমাণু বোমার জনক মার্কিন পরমাণু বিজ্ঞানী জুলিয়স রবার্ট ওপেনহাইমার। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয়ী বিশ্বযুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে পার্ল হরবারে দুই মার্কিন রণতরীর ববর্ষণের বদলা নিতে দুই জাপানি শহর হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আমেরিকা পরমাণু এবং বোমা নিক্ষেপ করে। তার আগে পরমাণু শক্তির বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে তেমন বর্তমানে বিশ্ববাসীর সম্যক ছিলেন এবং সে ধারণা যে তিমি হাভারতে থেকে লাভ করেছিলেন ক্যালেফার্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎককালীন অধ্যাপক এই পদার্থবিদ এক বক্তব্যে নিজেই তার ইঙ্গিত দেন। হিরোশিমা নাগাসাকির ধ্বংসতান্ডব দেখে তিনি ককুরুক্ষেত্রের সঙ্গে তার তুলনা ককরেন। বিশেষভাবে উচ্ছারণ করেন ব্রহ্মাস্ত্রের কথা।

ব্রহ্মাস্ত্রে রংেয়ছসন্ধিযুক্ত দুটি শব্দ ব্রহ্মা এবং অস্ত্র। অস্ত্রের অর্থ প্রায় সকালেরই জানা। যা দিয়ে শত্রুকে নিধন, নিরস্ত্র, পরাস্ত এবং ত্রস্ত্র বা স ন্ত্রসন্ত্র করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মা শব্দের নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহাভারত এেভং ভাগবতপরমাণু সহ অনেক গ্রন্থে ব্রহ্মাঅর্থে বোঝানো হয়েছে পরম রূপ বা পরম অনু। অনেক পন্ডিত শব্দটিকে নানাভাবে ব্যাখা ও বিশ্লেষণ ককরেছেন। যেমন পুরাণ কথা অনুসারে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মালোক মানে হল স্বর্গ। অর্থাৎ মহাশক্তি। কেউ বলেছেন, ব্রহ্মা অর্থে অগ্নির মন্ডলাকার উৎস, আবারও কারও মতে ব্রহ্মা হলেন চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত সর্বশক্তিমান দেবতা যিনি বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা। তাদের মতে, ব্রহ্মা নামের অন্ড অর্থাৎ মন্ডলাকার বস্তুপিন্ড থেকে জগত সংসার বা বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয়েছে বলে মহাবিশ্বকে বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মান্ড। তবে যিনি যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, সব ব্ যাখ্যার মধ্যে একটা মৌলিক বিষয় রয়েছে। তা হল, বব্রহ্মা সর্বত্র বিরাজমান বা পরিব্যাপ্ত এমন এক মহাশক্তি যার মধ্যে রয়েছে অগ্নির মতে তেজের উৎসস। এক কথায় ব্রহ্মাতেজ। অর্থাৎ ব্রহ্মা যেমন সৃষ্টির শক্তি তেনি তার তেজ বা এনার্জি সে সৃষ্টিকে স্থিতিশীল রাখার ইন্দন জাগায়। আবার সে তেজ বিকিরণ করতে করতে ব্রহ্মাতেই সবকিছুর গন্তব্যের ইতি ঘটে। অর্থাৎ রূপান্তর যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত পঞ্চভৌতিক তত্বে ফিরে আসা। ভারতীয় সম্পর্কে যে অবহিত ছিলেন তার ধারণা পাওয়া যায় মহাভারতের ভীষ্মপর্বে এক শ্লোকে। এই পর্বে মনে গীতায় বলা হয়েছে, ব্রহ্মপর্ণম, ব্রহ্মাহবি। এখক কথায় ব্রহ্মৌব কেবলম। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব থেকে জানা যায়, যে মাত্র ১৮ দিনের কুরুক্ষেত্রের মহাযুদেধ ১৫ বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি মানুষ ছাড়াও অসংখ্য হাতি ঘোড়ার মৃত্যু হয়েছিল। দ্বংস হয়েছিল বিপুল পরিমাণ সম্পদ।

কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্ত্র চাড়াও আরও যেসব বিধ্বংসী অস্ত্রের প্রয়োগ হ য়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পান্ডপসাস্ত্র, নাগাস্ত্র, ব্রহ্মাশিরোনামাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র নারায়ণাস্ত্র, আগ্নোয়াসস্ত্র এবং অর্জুন। অর্থাৎ সেই অস্ত্র তখন বেশ কয়েকজনেরহাতে ছিল। ওই যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল বলে যারা মনে করেন তাদের তরফে এককটা যুকিক্ত হল তা যদি না হত তাহলে মাত্র আড়াই সপ্তাহের মধ্যে এরকম ধ্বংসসীলা সম্ভব হত না। পাশাপাশি হামালসিয়ের মতো পন্ডিতের, মতে কুরুক্ষেত্রে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল বলে সেসময় বিশ্ব উষ্ণায়ন তীব্র হয়ে হিমবাহ গলে যায়। তার ফলেণ যে প্রবল জলস্ফীতি ঘটে তা সিন্ধু সভ্যতার মতো অনেকক উন্নত সভ্যতার সলিল সমাধি ঘটে। লুপ্ত সভ্যতার সন্ধ্যানে কুরুক্ষেত্রে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পরমাণু নিয়ে এত গৌরচন্দ্রিকার হয়ত প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া উল্লেখিত অনেক পন্ডিতের এসব মতকে হয়ত নিতান্ত কাল্পনিক বলেও পাস কার্টিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তা এবং বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের পেছনে যেসব বৈজ্ঞানিক সংকেত রয়েছেতাকে তো অবজ্ঞা কিংবা অস্বীকার করা যায় না। কেননা সেব তো বা পরম বিজ্ঞান। কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্ত্র চাড়াও আরও যেসব বিধ্বংসী অস্ত্রের প্রয়োগ হ য়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পান্ডপসাস্ত্র, নাগাস্ত্র, ব্রহ্মাশিরোনামাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র নারায়ণাস্ত্র, আগ্নোয়াসস্ত্র এবং অর্জুন। অর্থাৎ সেই অস্ত্র তখন বেশ কয়েকজনেরহাতে ছিল। ওই যুদ্ধে

পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল বলে যারা মনে করেন তাদের তরফে এককটা যুকিক্ত হল তা যদি না হত তাহলে মাত্র আড়াই সপ্তাহের মধ্যে এরকম ধ্বংসসীলা সম্ভব হত না। পাশাপাশি হামালসিয়ের মতো পন্ডিতের, মতে কুরুক্ষেত্রে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল বলে সেসময় বিশ্ব উষ্ণায়ন তীব্র হয়ে হিমবাহ গলে যায়। তার ফলেণ যে প্রবল জলস্ফীতি ঘটে তা সিন্ধু সভ্যতার মতো অনেকক উন্নত সভ্যতার সলিল সমাধি ঘটে। লুপ্ত সভ্যতার সন্ধ্যানে কুরুক্ষেত্রে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পরমাণু নিয়ে এত গৌরচন্দ্রিকার হয়ত প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া উল্লেখিত অনেক পন্ডিতের এসব মতকে হয়ত নিতান্ত কাল্পনিক বলেও পাস কার্টিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তা এবং বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের পেছনে যেসব বৈজ্ঞানিক সংকেত রয়েছেতাকে তো অবজ্ঞা কিংবা অস্বীকার করা যায় না। কেননা সেব তো বা পরম বিজ্ঞান। আর এককটা উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য জানিয়েছেন, একজন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস টেলর।

তা হল রাজস্থঅনে যোদধপুরের পশ্চিম দিকে থর মরুভূমির সংলগ্ন এলাকার কাছাকাছি এক জায়গায় পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তা এথ তীবব্র যে সেখানকার লোকেরা অস্বাভাবিক মাত্রায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে ফুসফুসে। বড় রকমের সমস্যা হচ্ছে জন্মগ্রহণ নিয়ে। মাতৃগর্ভেই অনেক ভ্রূণ অপাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। বাধ্যতামূলক গর্ভওপাত ঘটাতে হচ্ছে আকচার। কিছুদিন হলে সরকারের পক্ষ থেকে জায়গাটা চিহ্নিত করে বস্তুত পৃথক করে রাখা হয়েছে। তবে প্রশাসনিক কিছু নীতিগত বাধ্যবাধকতার জন্য তিনি জায়গাটার নাম পপ্রকাশ করতে পারেননি। টেলর আরও জানিয়েছেন, যে পুরাখননে সেখানে মাটির তলায় লুপ্ত একটা অতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবিশেষ মিলছে সেখানে মাটির তলায় লুপ্ত একটা অতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসস্তূপের প্রকৃতপক্ষে হিরোশিমার ধ্বংসের সামনে। এই প্রত্নতাত্বিকের প্রকাশ করা তথ্যকে এখনও পর্যন্ত কেউ অস্বীকার বা কন্ডন করেননি। এটা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল।

এই নিবন্ধওই যুদ্ধকে ব ারবার মহাযুদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তার কারণ ওই যুদ্ধ কেবল প্রবল ছিল তাই নয়। ভারতবর্ষের বাইরেরও অনেক দেশ তাতে যুক্ত হয়েছিল। যার একটা উদাহরণ হল দুর্যোধনের হয়ে কর্ণ কম্বোজ বা বর্তমান কম্বোডিয়ায় গিয়ে সেখানেকার শাসককে কৌরবদের পক্ষে যোগ দেওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগে গর্বে এর স্পষ্ট উলেল্লখ রয়েছে। ভীষ্ম পর্বের শুরুতেই কু রংক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রও বলা হয়েছে। বহু লোকাক্ষয়ের পর শেষ প র্যন্ত ন্যায় ধর্মের পক্ষধারী পান্ডবরা জয়ী হন। মহাভারত সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখা মানুষ মাত্রই এসব কথা জানেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্র এখন অনেক গবেষক তথা বিজ্ঞনীদের ককাছে যে বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধাঁড়িয়েছে, তা হল ওই যুদ্ধে পরমাণ অস্ত্রের প্রয়োগ হয়েছিল কিনা। এক্ষেত্রে উলেল্লখিত তথ্যগুলো প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনার বহুমুখী উন্নয়নের পরিধিতে অতি মাত্রায় গুররুত্বপূর্ণ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষ তিনদিকে গভীর সমুদ্র এবং বাকি একদিকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা। সেজন্য প্রাচীন ভারতে বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা তেমমন ছিল না বললেই চলে। আর ধর্মাশ্রয়ী ভারত কখনও মনে করে প্রাচন ভারতে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্য বৈজ্ঞানিক মেধা চর্চা কিংবা প্রযুকিক্তগত উন্নতি তেমন হয়নি। বরং ততকালীন ভারত জ্ঞান এবং সাহিত্য দর্শন এবং ধর্ম সংস্কৃতির প্রসার, জ্যোতির্বিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা এবং সাহিত্য দর্শন এবং ধর্মসংস্কৃতির প্রসার নিয়োজিত রেখেছিল। কিন্তু এই ধারণা যে আংশিক সত্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের গুণ গত দিক বিচার করলে তা অনুমান করা যায়। পাশ্চাত্য পন্ডিত্য এব্দিকটায় মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই বোধ করেননি। স্যার উইলিয়াম জোন্স, ম্যাক্সমুলার যত অবদানই রেখে গিয়ে থাকুন, ক্ষেত্র বিশেষে তার যে আমাদের ভুল সিদ্ধান্তে পরিচালিত করে গেছেন এখকন তা অনবরত প্রমাণিত হচ্ছে।

মহাভারত রচিয়তা অন্যান্য অনেক ঘটনার মত কুরুক্ষেত্রের লিপিদ্ধ করে গেছেন। সে মতো জ্যোতিগর্ণনার মাধ্যমে মহাযুদ্ধের কাল, দিন ক্ষণ এমনকি সময় পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। উদ্যোগ পর্ব থেকে জানা যাচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সঙ্গে পান্ডবদের শান্তির প্রস্তাব নিয়েউপপ্লব্য থেকে যেদিন হস্তিনাপুরের ত্যাগ করেন। তখন তার সঙ্গে ছিলেন কর্ণ। পথিমধ্যে কৃষ্ণ কর্ণকে বলেন, এখখন তো যুদ্ধ ছাড় বিকল্প পথ খোলা রইল না।, অতএব কর্ণ যেন দুর্যোধনকে প্রস্তুত হতে বলেন। এর পরের পুষ্যা নক্ষত্র শ্রীকৃষ্ণ পান্ডববদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রের দিকে রওনা হন। মহাভারতের শল্য পর্বে ও এই তথ্যের সমর্থন মেলে। জ্যোতিবিজ্ঞানে ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাক ক্যালকুলেশন করে এশব তথ্য জানিয়েছেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষখ পুস্কর ভাটনগর। এই জ্যোতিগর্ণনা অনুসারে ইংরেজি বর্ষপঞ্জির হিসাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ৩০৬৭ খ্রিস্টপর্বের ২২ নভেম্বর, সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে। তিথি ছিল এককাদশী, মার্গশিরা কার্তিকী নক্ষত্র, শুক্রবার। এ প্রসঙ্গে এখটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। তাহলে শ্রীককৃষ্ণের সময় অর্থাৎ মহাভারতের কালে মার্গশিরা ছিল বছরের প্রথম মাস। পাশ্চাত্য পন্ডিতরা প্রাচীন ভারতীয় এই জ্যোতিগর্ণনা পদ্ধতি ও পরম্পরা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন না বলে মনে করেন ভাটনাগর। তাদের কেউ কেউ এদেশে এসে সংস্কৃত অধ্যায়ন করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু এদেশের মহজ্ঞানী ঋষি মহর্ষি তথা রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদির রচয়িতারা জ্যোতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদ ব্যবহা করতেন। আসলে পাশ্চাত্য পন্ডিতরা যখন দেখলেন যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের হদিশ পাওয়া যায় তাদের পান্ডিতের নাগালের বাইরে তখন কোনও রাস্তা খুঁজে না পেয়ে সব কাল্পনিক বা মিথ বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ককরেন। তাতেও যখন তেমন একটা কাজ হল না তখন বলে দিলেন ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন। মহাভারতের মতে কাব্যশ্রয়ী ঐতিহাসিক গ্রন্থকে কাল্পীনিক মহাকাব্য বলে চিহ্নিত না করে তারা যদি সঠিখখ পদ্ধইততে তথ্যানুসন্ধান করতেন এবং প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরা অনুসরণ করে জ্যোতিগর্ণনার সাহায্য নিয়ে গবেষণা করতেন তবে তা অনেক ইতিবাচক হতে পারত। পাশ্চাত্য পন্ডিতরা সত্য ও তথ্যনিষ্ঠ পথে যদি তা করতেন তাহলে এখন কিছু গবেষক রীতিমতো জোরের সঙ্গে মহাভারতেত পরমাণু যুদ্ধ হয়েছিল বলে যেসব তথ্য তুলে ধরছেন, অনেক আগেই বিষয়টা বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হতে পারত। তাতে পাশ্চাত্য পন্ডিতদের পান্ডিত্যের গরিমা বাড়ত বই কমত না। (সৌজন্যে ঃ নবোত্থান)

যমজ কন্যাসন্তানের মা হলেন মণিপুরের লৌহমানবী ইরম

ইমফল, ১৩ মে (হি.স.) : মা হলেন মণিপুরের লৌহমানবী ইরম শর্মিলা চানু। মাতৃদিবসের দিনই ফুটফুটে যমজ কন্যাসন্তানের মা হয়েছেন ৪৭ বছরের ইরম শর্মিলা।রবিবার ব্যাঙ্গালুরুর নিকটবর্তী মালেশ্বরমের ক্লাউড নাইন গ্রুপ অব হাসপাতালে সকাল নয়টা ২১ মিনিটে সিজারিয়ানের মাধ্যমে যমজ দুই কন্যার জন্ম দিয়েছেন তিনি। তাদের জন্মকালীন সময়ের ব্যবধান এক মিনিট। মা-সহ তাঁর নবজাতক সন্তানরা সুস্থ আছে বলে ডাক্তারদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন ইরম শর্মিলার স্বামী ডেসমন্ড অ্যান্থনি। এদের ওজন যথাক্রমে দুই কেজি ১৬ গ্রাম এবং দুই কেজি ১৪ গ্রাম বলেও জানান তিনি। দুই নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে নিক্স সখী এবং অটোম তারা।
মাতৃদিবসের দিন ইরমের মা হওয়ার ঘটনা কাকতালীয় বলে আখ্যা দিয়েছেন চিকিৎসক ও ডেসমন্ড।
প্রসঙ্গত, জীবিতকালেই কিংবদন্তি হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন মণিপুরের 'লৌহমানবী' ইরম শর্মিলা। মণিপুর থেকে সশস্ত্র সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা) প্রত্যাহারের দাবিতে টানা ১৬ বছরর অনশন করেন তিনি। পরবর্তীতে গত ২০১৭ সালের ৯ আগস্ট তাঁর অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। ১৮ বছর আগে ২০০২ সালে আধাসামরিক বাহিনীর গুলিতে দশজন নিরীহ মণিপুরির মৃত্যুর পর মণিপুর থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে তিনি অনশন শুরু করেছিলেন। অনশন শুরু করার তিনদিন পর মণিপুর সরকার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালানোর অভিযোগে ইরমকে গ্রেফতার করেছিল। অবশ্য কারাগারে বন্দিদশায়ও তিনি তাঁর অনশন কর্মসূচি বজায় রেখেছিলেন। সেই তখন থেকে ইরম শর্মিলার নাক দিয়ে পাইপের মাধ্যমে পানীয় খাদ্য দেওয়া হচ্ছিল।
এর পর নিজের দৃঢ় স্থিতির জন্যই তাঁকে 'লৌহমানবী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনশন ভঙ্গ করে সেদিন বলেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও সিদ্ধান্তগুলি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। সমাজ থেকে হিংসা, কলুষ দূর করার সংকল্প নিয়েই সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করবেন বলে ঘোষণা করার মাস-দুয়েক পর ২০১৬ সালের ১৮ অক্টোবর নতুন দল পিপলস রিসার্জেন্স অ্যান্ড জাস্টিস অ্যালায়েন্স (প্রজা) গড়ে সে কাজে নেমে পড়েন ইরম শর্মিলা। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রজা-র প্রার্থী ইরম ৩১ নম্বর থউবাল বিধানসভা আসনে দাঁড়িয়ে মাত্র ৯০টি ভোট পেয়ে পরাজিত হন।এর পর অভিমানের সঙ্গে রাজনীতির ময়দান থেকে একেবারে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ১১ মার্চ ফলাফল ঘোষণার পর জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আর রাজনীতি নয়। 'মণিপুরের জনসাধারণ আমার সিদ্ধান্ত বুঝতে পারেননি। আমি কী চাই তা নতুন প্রজন্মকে বুঝতে আরও সময় লাগবে।' তবে মণিপুরের কল্যাণে কাজ তিনি করে যাবেন বলে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন ইরম। মণিপুরের সমস্যা তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাবেন বলেও জানান সেদিন। নির্বাচনে হেরে রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিদায় নিয়ে স্বাভাবিক সংসার জীবনে চলে যান লৌহমানবী। আট বছরের পরিচয় এবং আরও আট বছরের সমস্যাজর্জরিত সময় অতিক্রম করে ব্রিটিশ-প্রেমিক ৪৮ (সে সময়ের বয়স) বছরের ডেসমন্ড অ্যান্থনি বেলারমাইন কুটিনহোর সঙ্গে বিবাহপাশে আবদ্ধ হন মানবাধিকারকর্মী ৪৫ বছরের ইরম শর্মিলা (জন্ম ১৪ মার্চ ১৯৭২)। তবে এই বিয়েকে খুব সহজভাবে নিতে পারছিলেন না শর্মিলার বাড়ির লোকজনের পাশাপাশি মণিপুরে তাঁর অনুগামীরা।

২০১৭ সালের ১৭ আগস্ট তামিলনাড়ুর কোডাইকানালার সাব-রেজিস্ট্রারের সামনে আইন মোতাবেক তাঁদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। তাঁরা দুজনে বিবাহপাশে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক বলে শর্মিলা ও ডেসমন্ড অ্যান্থনি ১২ জুলাই (২০১৭) কোডাইকানালার সাবরেজিস্ট্রার কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কতিপয় মানবাধিকার কর্মী এই বিয়ের বিপক্ষে আপত্তি তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের আশঙ্কা তুলে ধরে যুক্তি প্রদর্শন করে আদালতকে বলেছিলেন, বিতর্কিত ইরম শর্মিলা চানু যদি কোডাইকানালায় বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন তা হলে এই পর্যটননগরের পরিবেশ জটিল হতে পারে। পরবর্তীতে এই আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। আদলতের সবুজ সংকেত পেয়ে জনাকয়েক বন্ধু ও অনুগামীদের উপস্থিতিতে আইনি বিয়ে সম্পন্ন হয় ইরম-ডেসমন্ডের।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাংলাদেশের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলীর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে ফিরে এলো। ছবি- নিজস্ব।

কালচিনিতে বুনোহাতির হামলায় মৃত এক মহিলা

কালচিনি, ১৩ মে (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের কালচিনি থানার রাভাবস্তিতে বুনোহাতির হামলায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে বনদফতরের কর্মীরা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে টিমু রাভা (৪৮) নামে ওই মহিলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন।সেই সময় একটি বুনোহাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে শুড়ে পেঁচিয়ে আঁছাড়ে মারে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। স্থানীয়রা কালচিনি থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বন দফতরের নিমাটি রেঞ্জ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের পরিবার নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য পাবে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ফাঁসিদেওয়ায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মে (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ফাঁসিদেওয়ায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। সোমবার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।
জানা গেছে, এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ডাঙ্গাপাড়া এলাকার ৩১ নং জাতীয় সড়কের ধারে একটি অজ্ঞাত পরিচয় বক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে।খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতীর ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ প্রবীণ সিপিএম নেতার

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : ভারতী ঘোষকে 'ভীষণ ঘৃণ্য' বলে চিহ্নিত করেও তাঁর ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সরব হলেন সিপিএম-এর বর্ষীয়ান নেতা শ্যামল চক্রবর্তী। রবিবার ভোটের দিন ঘাটালে ভারতী দেবীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এই প্রবীন নেতা। নিজের ফেসবুক পোস্টে শ্যামলবাবু লিখেছেন, "ভারতী ঘোষ ভীষণ ঘৃণ্য। আমরা সবাই একমত। কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটছে তা আমাদের বোঝা দরকার। নির্বাচনের দিন প্রার্থী বুথে ঢুকতে পারবেন না? ভারতী ঘোষের গাড়ির অনুমতি পত্র ছিল না। সেই গাড়ি আটক করা হয়েছে। ঠিক কাজ। কিন্তু আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্রনাথ তেওয়ারি এক বা একাধিক গাড়ি নিয়ে রঘুনাথপুরে সারাদিন তান্ডবের নেতৃত্ব দিলেন তার গাড়ির অনুমতি ছিল?"শ্যামলবাবু লিখেছেন, 'যদি ওই অনুমতি থেকেও থাকে তবে সেই বেআইনি অনুমতিপত্র কে দিল? কারণ নির্বাচনের দিন কেবলমাত্র প্রার্থী ও তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট, সেই বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরের কারও প্রবেশের অধিকার নেই। এই কাজ তো রাজ্য পুলিশে দেখা দরকার। রাজ্য পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিরোধী দলের নেতার গাড়ি তল্লাশি চালাতে পারে আপত্তি নেই। কিন্তু সেই রাজ্য পুলিশ বেআইনি জমায়েত যারা বিরোধী ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেবার জন্য বুথের কাছে বা দূরে দল বেধে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের সরিয়ে দেয় না কার নির্দেশে?"
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি না তৃণমূল কে বড় শত্রু বলে যখন সিপিএমের মধ্যে প্রশ্ন ও বিতর্ক হচ্ছে, সেখানে দলের এই শীর্ষ নেতার প্রকাশ্য মন্তব্যের গুরুত্ব থেখছে রাজনৈতিক মহল। পোস্ট করার ১২ ঘন্টার মধ্যে ২৬৯টি 'লাইক' ৩৩টি 'কমেন্ট' এবং ৫২টি শেয়ার হয়েছে শ্যামলবাবুর পোস্টে। মদনমোহন ঘোষ লিখেছেন, "একেবারে ঠিক।" মুন কুন্ডু মুখার্জি লিখেছেন, "ভারতের নিকৃষ্টতম রাজ্যে পরিণত হয়েছে বাংলা।" মধুছন্দা ঘোষ লিখেছেন, "এটা গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর সঙ্কেত।" তাপস কুমার দত্ত লিখেছেন, "আপনি কোন রাজ্যে বাস করছেন সেটা দেখবেন তো . রাজ্য পুলিশই ভোটলুঠ থেকে বিরোধী লোকদের হেনস্থা করা সব কিছুই নেত্রীর নির্দেশে করছে। রাজ্য পুলিশ হচ্ছে তৃণমূলের সশস্ত্র সংগঠন . পার্টির জন্য এটা ওদের করতেই হবে। " তাপস নাগ লিখেছেন, "অনুপ্রেরণা"। রনেন্দু ঘোষ লিখেছেন, "তৃণমুল দলটা এখন বুঝতে চাইছে না যে তারা যা শিখিয়ে যাচ্ছে তা অচিরেই তাদের কাছে ব্যুমেরাং হয়ে ফেরত আসবে।" অর্পণ দাস লিখেছেন, "ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে বার-বার..."। গৌতম কুমার কেশ লিখেছেন, "গুন্ডাদের রাজত্ব চলছে। এসব কথা শোনার লোক নেই।" সুদীপ্ত চৌধুরী লিখেছেন, "সব দোষে দোষী পায়ে হাজা হাওয়াই চটি।" অচিন্ত্য দাস লিখেছেন, "আপনারা তো বারবার দেখছেন নির্বাচন কমিশন কে বলে কোন কাজ হচ্ছে না, এতো বেআইনি কাজ হচ্ছে দেখেও আইনের আশ্রয় নিচ্ছেন না কেন? মানুষ প্রতিরোধ করবে- এই আশায় বসে আছেন? মানে গ্রামের যে কজন এখনো বামকর্মী বেঁচে আছে তারা মরুক, আপনারা টিভি দেখবেন আর আদর্শের কথা আউড়ে যাবেন? এই পদ্ধতিতে নির্বাচন করার ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আইনি মামলা করা দরকার। এই মামলা বামপন্থী রা ছাড়া আর কারা করবে? সবার উপরে মানুষের জীবনের - এটা কী বলার অপেক্ষা রাখে। নির্বাচন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন দরকার।"

পেট্রোল-ডিজেলের দর কমছেই ক্রমশই নিম্নমুখী জ্বালানি তেল

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): বিশ্ব বাজারে তেল সস্তা হওয়ার জেরে পেট্রোল-ডিজেলের দর কমছেই। এই নিয়ে পরপর পাঁচদিন, রবিবারের পর সোমবার আরও সস্তা হল জ্বালানি তেল। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে সোমবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-ডিজেল। সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রের খবর, বিশ্ব বাজারে সম্প্রতি অশোধিত তেলের দাম কমার জন্যই দেশের বাজারেও কমছে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য। কলকাতায় সোমবার এক ধাক্কায় ০.২৯ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দামউ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৭৩.৫০ টাকা। ডিজেল আরও ০.১৩ পয়সা কমে হয়েছে ৬৭.৭৩ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার পাশাপাশি, সোমবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমেছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতেও। দিল্লিতে ০.৩০ পয়সা কমার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭১.৪৩ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.১৩ পয়সা কমার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৫.৯৮ টাকাউ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.৩০ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দাম এবং ০.১৪ পয়সা কমেছে ডিজেলের দামউ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৭৭.০৪ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৬৯.১৩ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)উ কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বইয়ের পাশাপাশি পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমেছে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইতেও। ০.৩২ পয়সা সস্তা হওয়ার পর চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম এখন ৭৪.১৪ টাকা এবং ০.১৪ পয়সা কমার পর ডিজেলের দাম ৬৯.৭৪ টাকা। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশেও পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমায় কিছুটা যেন স্বস্তির হাওয়া। এর আগে গত চারদিন দাম কমেছে পেট্রোল-ডিজেলের। জ্বালানি তেলের দর কমায় রীতিমতো স্বস্তিতে আমজনতা।

বিহারে বনিয়াপুরে গাড়ির ধাক্কায় মৃত যুবক

ছাপড়া, ১৩ মে (হি. স.) : বিহারের বনিয়াপুর থানার পুছড়ী বাজারের কাছে ছাপড়া—বনিয়াপুর জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে। মৃত যুবকের নাম ছোটু কুমার।মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠ্যিছে পুলিশ।জানা গেছে, ছোপড়া শহরের বাসিন্দা গ্রামীণ চিকিৎসক সন্তোষ কুমারের ছেলে ছোটু কুমার। সন্তোষ কুমার ওই এলাকায় নিজের পরিবারের সঙ্গে বসবাস করেন। এদিন ছোট কুমার কোনও কাজের জন্য ঘর থেকে সকালেই বেরন। এবং রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পেছনে থেকে একটি গাড়ি ধাক্কা মেরে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বনিয়াপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার খবরে মৃতের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আন্দোলনের লক্ষ্যে সংগঠনকে ঢেলে সাজাচ্ছে গৃহমালিক সমিতি

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : আন্দোলনের লক্ষ্যে নিজেদের সংগঠনকে ঢেলে সাজাচ্ছে গৃহমালিক সমিতি। একদিকে সরকার ও প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি, অন্যদিকে জনমত তৈরি।পুরনো ভাড়ায় আঁকড়ে আছে মহানগরীর বেশ কয়েক হাজার ভাড়াটিয়া। তাঁদের সিংহভাগ গৃহমালিকের বদলে নামমাত্র ভাড়ার টাকা দিচ্ছেন রেন্ট কন্টোলে। রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন এই বিভাগ থেকে প্রাপ্য আদায়ে জুতোর তলা ক্ষয়ে যায় মালিকদের।বাড়িওয়ালাদের অভিযোগ, রেন্ট কন্টোলের নাম করে তাঁদের কোটি কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে। কোনও সরকার এ পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেনি বলে অভিযোগ। সংগঠনের নেতা সুকুমার রক্ষিত বলেন, "রাজনৈতিক দলগুলোর টনক নাড়াতেই আমরা সমস্ত বাড়িওয়ালার কাছে এই আর্জি জানিয়েছি।"
বার বার প্রতিবাদ করেও এর প্রতিকার পাচ্ছেন না গৃহমালিকরা। বাড়িওয়ালাদের সংগঠন জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা ঠিক করেছেন, ভোটের পর তাঁরা আন্দোলনে নামবেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুকুমার রক্ষিত 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "আমাদের দাবিদাওয়া নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলই কিছু বলছে না। নির্বাচনী প্রচারে আমাদের সমস্যা ব্রাত্য থেকে যাচ্ছে। সমিতির কর্মকর্তারাও অনেকে সময় দিতে পারছেন না। দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ এক প্রবীন সাংবাদিককে সমিতির সহ সভাপতি হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।"
রাজ্যের বাড়িওয়ালাদের সংগঠনের তরফে রীতিমতো লিফলেট ছাপিয়ে রাজ্যের আপামর বাড়িওয়ালার কাছে "নোটা"য় ভোট দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। তাঁদের দাবি, ১৫ হাজার বাড়িওয়ালার পরিবার মিলিয়ে প্রায় ষাট হাজার ভোট ওই সংগঠনের পকেটে। সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে লিখতে পারবে না। বাড়িওয়ালাদের সমস্যা সমাধানের জন্য রেন্ট-কন্টোল বন্ধ করে রেন্ট কমিশন গঠন করতে হবে। পুরসভার ইউনিট এরিয়া কর প্রক্রিয়া বাতিল করার দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। বাজার দর অনুযায়ী ভাড়ার সুযোগ না দেওয়ার জন্য তাঁরা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করেছেন।

নির্বাচনে দশভূজা : 'সৎ, ভদ্র, শিক্ষিত' নন্দিনী কি নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারবে

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : কয়েকদিন আগে 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবির পরিচালক অনীক দত্তকে কলকাতা দক্ষিণের সিপিএম প্রার্থী নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছিল । অনীক তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছিলেন,"নন্দিনী মুখোপাধ্যায়কে ভোট না দিলে, না দেবেন; কিন্তু, তারপর আর ঘ্যান ঘ্যান করবেন না..'সৎ, ভদ্র, শিক্ষিত লোকেরা রাজনীতিতে আসেন না কেন?"
প্রায় একই রকম সুরে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন ফেলুদা, মানে সব্যসাচী চক্রবর্তী। পড়াশোনার সঙ্গে রাজনৈতিক সাফল্যের যোগ থাকা আছে কি না, বা উচিত কি না, তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন, কিন্তু নন্দিনী যে তুখোর মেধাবী, এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবেন না। প্রথমে কমলা গার্লস, প্লাস টু-তে পাঠভবন। বাবা ছিলেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার কৃষিবিজ্ঞানী। তৎকালীন শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ১৯৮৭-তে কম্পিউটার সায়েন্স ও টেলিকম নিয়ে বিই পাশ করেন। একটি নামী কম্পিউটার সংস্থায় কাজ করার সুবাদে ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কম্পিউটারাইজেশনের কাজ করেন। এর পর যাদবপুরে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর। ১৯৯০-এর শেষদিকে পেলেন কমনওয়েলথ স্কলারশিপ।
পিএইচডি করতে গেলেন ম্যাঞ্চেস্টারে। এর আগে এ শহরের কোনও মহিলা ওই মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছেন কি না, জানা নেই। ফিরে এসে যাদবপুরের শিক্ষকতায়। নন্দিনীর অধীনে কম্পিউটার সায়েন্সের নানা বিষয়ে পিএইচডি করেছেন ১০ জন। এখন করছেন আরও ৮ জন। গত মাস দেড় ক্রমেই ছুটে বেড়ানো কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের আনাচে কানাচে।
এহেন নন্দিনীর সংসারটা কীরকম? স্বামী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (আইআইইএসটি) রেজিস্ট্রার। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বিমানবাবু জানান, "ওঁর একমাত্র ভাইও কম্পিউটার সায়েন্সের কৃতী গবেষক। স্ত্রী মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের একমাত্র কন্যা শবনম চিকিৎসক, একটি নামী সংস্থার ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। শিবপুরে আমি যখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, ১৯৬৪-তে প্রথম বর্ষে ঢুকল

ছয়ের পাতায়

সোমবার পুর কমিশনার সৈলেশ যাদব বনমালীপুর পরিদর্শনে যান। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফসলের পোকা ও রোগ দমনে প্রযুক্তির ব্যবহার

পোকা ও রোগ ফসলের প্রধান শত্রু। সারা দেশে পোকা ১৩ ভাগ এবং রোগ ১২ ভাগ ফসলের ক্ষতি করে। তাই পোকা ও রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব। পেকা ও রোগ দমনে নিম্নরূপ ধারাবাহিকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করলে খুব সহজেই পোকা ও রোগ জনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ফসলের পোকা ও রোগ দমনের ধারাবাহিক পদ্ধতি সমূহ নিম্নরূপ

ফসলে জাত নির্বাচন: ফসলে জাত অবশ্যই উচ্চ ফলনশীল হতে হবে। তার সঙ্গে রোগ পোকা সহনশীল। অনেক সময় দেখা যায়, রোগ পোকা সহনশীল জাতগুলো ফলন কম দেয়। তাই এসব জাত কৃষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাই যতদূ সম্ভব উচ্চফলনশীল জাত নির্বাচন করে কিভাবে রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় সেইব্যবস্থা গ্রহণ করা উত্তম।

বীজ শোধন ঃ ফসলের অধিকাংশ রোগ বংশগত জীবাণুর মাধ্যমে ছড়ায়। এর থেকে পরিত্রাণের কার্যকর উপায় হল বীজ শোধন করে। তাছাড়া ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ দমনে তেমন কোন কার্যকর ওষুধ না থাকায় বীজ শোধনই একমাত্র উপায়। এটি দুই উপায় করা যায়. টাকা দিয়ে এবং টাকা ছাড়া।

টাকা দিয়ে: ভিটাভেক্স/ প্রোভেক্স/ নোয়িন/ ব্যাভিস্টিন ইত্যাদির যে কোন একটির ৩ গ্রাম প্রতি কেজি ধান গম বীজের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে সরাসরি বীজ বপন বা বীজ অঙ্কুরিত করে বপন করতে হবে।

টাকা ছাড়া ২০০ টি বড় জামপাতা ভালভাবে মশলার মতো পাটা পুতায় পিষতে হবে। একটি বালতিতে ১০ লিটার জলনিয়ে এর মধ্যে জামপাতার রস ছেঁকে মিশাতে হবে। এই রস ও জলে ৮ কেজি পরিমাণ পুষ্ঠ ধান গম বীজ ঢেলে ৩০ মিনিট সময় পর্যন্ত রাখতে হবে। এরপর প্রেশজলে বীজগুলো ১/২ বার ধুয়ে নিতে হবে। ১ লিটার জলে ৩০ গ্রাম বোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তাতে আলু বীজ ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে শোধন হয়। অথবা টেক্টো ২ গ্রাম হারে প্রতি কেজি আলুর সঙ্গে মিশাতেহবে।

দমনযোগ্য রোগ: পাতা কুঁকড়ানো রোগ, হলদে মোজাইক রোগ, পাউডারি মিলডিউ, ধানের - ব্লাস্ট বাদামি দাগ রোগ, খোল পোড়া, বাকানি, পাতা লালতে রেখা রোগ ইত্যাদি।

মাটি শোধন: যদিও মাটি শোধন করা একটি দুরূহ কাজ, তবে এটি করতে পারলে ভাল ফলদায়ক। স্টেবল ব্লিচিং পাউডার ২০-২৫ কেজি হেক্টরে বীজ রোপণের ১৫ দিন আগে জমিতে প্রয়োগ করলে মাটি শোধন হয়। সোলারাইজেশন পদ্ধতিতে মাটি শোধন করা যায়। বীজতলার মাটি কাদাময় করে তার ওপর স্বচ্ছ ১০ মিমি পলিথিন দিয়ে ৪ সপ্তাহ ঢেকে রাখতে হবে। এতে মাটির তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে ৫০ ডিগ্রি সে: পর্যন্ত পৌঁছায়। ফলে মাটিসহ রোগজীবাণু, কৃমি, ছত্রাক সহজেই মারা যায়। তবে পলিথিনে যেন কোন ফুটো না থাকে, নতুবা মাটি পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত হবে না। বছরে দু'বার এটিকরা যায়। একবার সেপ্টেম্বর অক্টোবর এবং আরেকবার এপ্রিল মে মাসে। তবে, এপ্রিল মে মাসে অধিক কার্যকরি। তাছাড়া মাটির ওপর খড় কাঠের গুড়া ৩-৪ ইঞ্চি পুরো করে ছিটিয়ে তারপর পুড়িয়ে মাটি শোধন করা যায়।

দমনযোগ্য রোগ: ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ,গোড়া পঁচা, উফরা ইত্যাদি।

ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া। এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত। গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধুমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি ।এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র।

আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধুমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার

সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

স্বাস্থ্যে কাজু বাদামের বিভিন্ন উপকারিতা জেনে নিন

কাজু বাদাম খাওয়া কি স্বাস্থ্যকর? এমন প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, পুষ্টিগুণ এবং শারীরি উপকারিতার দিক থেকে কাজুবাদামের কোন বিকল্প হয় না বললেই চলে। এতে উপস্থিত প্রোটিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খনিজ এবং ভিটামিন নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। শুধু তাই নয়, কাজু বাদামে ভিটামিনের মাত্রা এত বেশি থাকে যে চিকৎসকেরা একে প্রকৃতির ভিটামিন ট্যাবলেট নামও ডেকে থাকেন। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত যদি কাজু বাদাম খাওয়াযায়, তাহলে শরীরে নানা পুষ্টিকর উপাদানের ঘাটতি দূর হয়, সেই সঙ্গে আরও কিছু উপকার পাওয়া যায়। ক্যান্সার রোগ দূরে থাকে মারণ রোগটি যদি সাপ হয় , তাহলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হল বেজি। তাই তো যেখানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে সেখানে ক্যান্সার সেলের খোঁজ পাওয়া কঠিন হয়েদাঁড়ায়। তাই তোপ্রতিদিন এক মুঠো করে কাজু বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরাঙ। আসলে এই বাদামটির শরীরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা ক্যান্সার সেলের বিরুংদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি টিউমার যাতে দেখা না য়ে সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, কাজু বাদামে থাকা প্রম্যান্থোসায়ানিডিন নাম একটি উপাদানএক্ষেতে বিশেষ ভমিক পালন করে থাকে। সংক্রমণের আশঙ্কা কমে প্রাকৃতিক উপাদানটিতে থাকা জিঙ্ক, ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তাই আপনি যদি এই ধরনের ইনফেকশনের শিকার প্রায়শই হয়ে থাকেন, তাহলে রোজের ডায়েটে কাজু বাদামের অন্তর্ভূক্তি ঘটাতেই পারেন। হার্টের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে কাজু বাদামে উপস্থিত অ্যান্টি অক্সিডেন্ট একদিকে যেমন ক্যান্সার রোগকে দূরে রাখে তেমনি নানবিধ হার্টের রোগ থেকে বাঁাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যাদে পরিবার হার্ট ডিজিজের ইতিহাস রয়েছে, তারা প্রয়োজনে মনে করলে এই প্রকৃতির উপাদানটির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই পারেন।

বসতবাড়ির বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার

আমাদের দেশের অধিকাংশ বসতবাড়ি গ্রাম অঞ্চলে অবস্তিত। এই বসতবাড়িতে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করা যায়। যেমন

ঘরের চালায়

ঘরের চালার জন্য লতা জাতীয় সবজির গাছ লাগাতে হবে। যেমন লাউ, মিষ্টি কুমড়া, পুঁইশাক , চালকুমড়া ইত্যাদি। এই গাছগুলো ঘরের চালে দেওয়ার আগে আমাদের উচিত ঘরের চালার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বসতবাড়ির ক কোণে সুন্দরভাবে বীজতলা তৈরি করতে হবে। এরপর চারা গজালে বীজতলার মাঝে মাঝে পাটখড়ি বা বাঁশের চটা চালার সঙ্গে মিশিয়ে পুঁতে দিতে হবে যাতে চারাগুলো বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চালার উপর উঠতে পার।

বড় বড় গাছে

বসতবাড়িতে বড় বড় গাছ থাকতে এসকল গাছে বিভিন্ন রকমে লতা জাতীয় সবজির আবাদ করা যায়। যেমন চালকুমড়া, ঝিঙ্গা , ধুন্দল, গাছ আলু ও চিচিঙ্গা ইত্যাদি। বসতবাড়িতে এ ধরনের চাষের জন্য গাছ থেকে দুই তিন হাত দূরে বীজ বপনের জন্য পরিমাণ মতো গর্ত করে তাতে মাটি ও কম্পোস্ট সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে এক দুই সপ্তাহ পরে বীজ বা চারা রোপণ করবেন।

বাড়ির আঙিনায়

বসতবাড়ির আঙ্গিনা প্রয়োজনের তুলনায় বড় হলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফুলের চারা পেঁপের চারা এবং লতা জাতীয় সবজির চাষ করা যায়। যেমন — পুঁই শাক , লাউ শাক, শসা, চিচিঙ্গ ইত্যাদি।

বেড়া

বাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনে অনেক সময় বাড়ির চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। এই বেড়ার পাশে কিছু লতা জাতীয় সবজি লাগানো যায় যেমন বরবটি, ধুন্দল শিম, চিচিঙ্গা, করলা ইত্যাদি।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বসতবাড়ির পাশে খালি জমি পরে আছে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই জমিতে নানা রকম জিনিসের চাষ করা যায়। যেমন সবজি বাগান, ফলেরবাগানএছাড়াও জমি যদি ছায়াযুক্ত হয় তাহলে সেখানে হুদ আদা এবং এবং বিভিন্ন ধরনের কচুর চাষ করা যায়। বসতবাড়ির এই সকল স্থানে সঠিকভাবে চাষাবাদ করতে পারলেআমরা পরিবারের যেমন পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারি তেমনি আয়ের উৎস সৃস্টি করতে পারি। এছাড়াও বসতবাড়িতে মাঝারি ও চোট ধরনের হাঁস মুরগির খামার তৈরি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারি। আমাদের সকলের উচিত বসতবাড়ির নিবিড় ব্যবহার নিশ্চিত করা।

হাঁসের ভাইরাসজনিত রোগ কারণ ও প্রতিকার

এই ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি আমদানিকৃত নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কর্মসূচি মোতাবেক যথারীতি ভ্যাকসিন প্রদান করা হলে খামারে ডাক প্লেগ রোগের মড়ক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দেশে প্রস্তুত ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিতে পার্থক্য হল। এল আর আই কর্তৃক দেশীয় স্ট্রেইন ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ভ্যাকসনের ১০০ মাত্রা টিকা থাকে। ভায়ালে পরিশ্রুত জল মিশিয়ে মিশ্রিত টিকা হাঁসের বুকের মাংসে ১ মিলি করে ইনজেকশন হিসেবে দিতে হ। তিন সপ্তাহ বয়সের হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম টিকা দিতে হয়। ৬ মাস পর্যন্ত এই টিকার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে। তাই ৬ মাস পর পর এই টিকা দিতে হয়। খামারে রোগ দেখা দিলে সুস্থ হাঁসগুলিকে আলাদা করে এ টিকা দিতে হয়।

ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস ঃ এটা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হাঁসের বাচ্চার অন্যতম ক্ষতিকর সংক্রামক রোগ। এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ে অনেক হাঁসের মৃত্য ঘটাতে পারে। রোগাক্রান্ত হাঁসের যকৃত প্রদাহ হয় বলে এ রোগকে হেপাটাইটিসও বলা হয়। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। এরপর কানাডা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ইতালি, রাশিয়া, ফ্রান্স ব্রাজিল, জাপান, ইজরায়েল থাইল্যান্ড এবং ভারতবর্ষে এটা পাওয়া গেছে।

রোগের কারণ ঃ পিকোরনা ভাইরাস নামক একপ্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্ট হয়।

এপিডিমিওলজি ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে ১-২ সপ্তাহের বয়সের হাঁস অত্যন্ত সংবেদনশীল। বয়স্ক হাঁস এ রোগ হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে মুরগি ও টারকিতে এ রোগ হয় না। এটা অত্যন্ত ছোঁয়াচে প্রকৃতির রোগ এবং প্রকৃতিতে সহঅবস্থানে হাঁসের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।ডিমের মধ্যে বা কীটপতঙ্গ দ্বারা সংক্রমিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রোগ থেকে সেরে ওঠা হাঁসের পায়খানার সঙ্গে প্ররায় ৮ সপ্তাহ যাবৎ এ ভাইরাস দেহ হতে বেরিয়ে আসে। আক্রান্তের হার প্রায় ১০০ শতাংশ মৃত্যু হার ১ সপ্তাহের কম বয়সের বাচ্চাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ, ১-৩ সপ্তাহের বাচ্চাতে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ৪-৫ স প্তাহের বাচ্চাতে অতি অল্প।

রোগের লক্ষণ ঃ এ রোগ অতি দ্রুত অল্পবয়স্ক হাঁসের বাচ্চার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বাচ্চা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। কিছু বাচ্চা শুয়ে থেকে ঘাড় পেছনের দিকে বাঁকা করে, চোখ বুঁজে পেট ব্যথার জন্য চিৎকার করে এবং পা ঝাপটায়। এভাবে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা গিয়ে থাকে। কিছু কিছু বাচ্চা ঈষৎ সবুজ বর্ণের পাতলা পায়খানা করে।

পোস্ট মর্টেমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঃ যকৃত অত্যন্ত স্ফীত, হলুদ বা লালচে হয়।এর উপর বিন্দু বিন্দুরক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। এছাড়া হাঁসের বৃক্ক ও স্ফীত হয়।

রোগ নির্ণয় ঃ এপিডিমিওলজি রোগ লক্ষ্মণ এবং পোস্টমর্টেম পরিবর্তন এ রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। তাইএগুলো দেখে এ রোগ সহজে নিরূপণ করা যায়। এছাড়া পরীক্ষাগারে নিউট্রালাইজেশন এবং আগার জেল ডিফিউশন টেস্ট দ্বারা ভাইরাসের পরিচিতি জানা যায়।

তুলনীয় যোগ ঃ হাঁসের এ রোগ ডাক প্লেগ রোগের সঙ্গে ভুল হতে পারে। তবে এ রোগ একটি নির্দিষ্ট বয়সের হাঁসের মধ্যে সীমাবদ্ধ জন্মের পর থেকে ৩-৪ সপ্তাহ এবং ডাক প্লেগ সব বয়সের হাঁসেই হয়। এছাড়া ডাক প্লেগ রোগ প্রধানত বয়স্ক হাঁসেই অধিক হয়। সুতরাং কোন খামারে যদি ডাক প্লেগ হয় তাহলে সেখানকার ছোট এবং বড় সব বয়সের হাঁসই আক্রান্ত হবে। তাছাড়া ডাক প্লেগ রোগে শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অংশে প্রচুর রক্তপাত ঘটে যা এ রোগে হতে দেখা যায় না।

চিকিৎসা ঃ এন্টিসিরাপ থেরাপি এ রোগে যথেষ্ট কার্যকরি। এক্ষেত্রে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউনাইজড হাঁস থেকে রক্ত নিয়ে আক্রান্ত প্রতিটি হাঁসে ০.৫ মিলি করে ইঞ্জেকশন করলে যথেষ্ট সুলফ পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ রোগ প্রতিরোধের জন্য জন্মের পর ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চাগুলোকে পৃথকভাবে উপায় রাখলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতেপারে। এছাড়া অনাক্রম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ অনাক্রম্যতা ৩ প্রকারে সৃষ্টি করা যায় যেমন

১) জন্মের ১ দিনের দিন থেকে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউন রক্ত হাঁসের বাচ্চাদের ইঞ্জেকশন করা যায়। এতে অপ্রতিরোধী ইমিউনিটি দ্বারা হাঁসের বাচ্চার রোগ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।

২। ডিমপাড়া হাঁসকে টিকা প্রদান করে তার দেহে ইমিউনিটি সৃষ্টি করা এত মাতৃদেহ হতে এন্টিবডি ডিমের কুসুমের মধ্য দিয়ে বাচ্চর দেহে প্রবেশ করে তাকে রক্ষা করে।

৩) জন্মের পরই হাঁসের বাচ্চাকে টিকা প্রদান করা।

বিষন্নতারোধে নিজেই পারঙ্গম

বিষন্নতায় ভুগছেন? মনে হচ্ছে কোথাও কেউ নেই? জীবনের ভারে আপনি ক্লান্ত? এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে কিছু সহজ উপায় মেনে চলতে পারেন। দেখবেন, নিজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিষন্নতার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন। দেখে নিন চটজলদি।

ব্যায়াম

ব্যায়াম আমাদের মাংসপেশি শিথিলকরে, স্ট্রেস কমায় ও মন ভালো রাখবার হরমোন নির্গত করে। বিষন্নতা প্রতিরোধে প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করুন বা হাঁটুন। গড়ে প্রতি ১০ মিনিট হাঁটার পরবর্তী দুই ঘন্টা মুড ভালো রাখে বলে গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ঘুম

ঘুম কম লে মেজাজ খিটখিদ্ধেট হয়, ফলে বিষন্নতা মনকে প্রভাবিত করে। রাতে অন্তত সাত থেকে নয় ঘন্টা ঘুমান।

এর কম ঘুমালে আপনার বিষন্নতা প্রতিরোধে আপনি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। যদি নয় ঘন্টার বেশি ঘুমান বা ঘুম কাতুরে হয়ে থাকেন, তবে ব্যায়াম বাড়ান

বিএমআই

মোটা না হলেও আপনি নিজে থেকেই বছরে একবার বিএমআই পরিমাপ করান। মুটিয়ে যাওয়া কেবল সৌন্দর্যহানী নয়, এটি বিশাল একটি স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বটে বিএমআই দেখে আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্য কতুটুক ঝুঁকিতে রয়েছে তা জেনে নেওয়া এবং কী ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা দরকার।

কোমরের মাপ

চর্বি কোমরে জমা হয়। এটি তো তবু দৃশ্যমান। কিন্তু অদৃশ্য চর্বি পরতে পরতে আপনার বিভিন্ন অরগানে যেমন হৃদপিণ্ড, লিভারে জমা হয়। যদি আপনি নারী হন এবং কোমরেরমাপ ৩৫ ইঞ্চি বা ৮০ সেন্টিমিটারের বেশি হয় তবে আপনি ঝুঁকিতে রয়েছেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪০ ইঞ্চি বা ১০২ সেন্টিমিটারের বেশি হলে ঝুঁকিপূর্ণ। বছরে অন্তত একবার কোমরের মাপ দেখুন।

অন্য স্বাদ ঝুঁকি

যদি আপনার অন্য স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে যেমন থাইরয়েড, উচ্চ রক্তচাপ।

সোমবার রাজধানীতে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় খুঁদে শিল্পীরা। ছবি- নিজস্ব।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক-ভিডিওকন ঋণ মামলা : ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন চন্দা কোচাব

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক-ভিডিওকন-এর ৩,২৫০ কোটি টাকার ঋণ মামলায় ইতিমধ্যেই এফআইআর রুজু করেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)উ এছাড়াও চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে মুম্বইয়ের সদর দফতর এবং ঔরাঙ্গাবাদের অফিসে তল্লাশি অভিযান চালান সিবিআই গোয়েন্দারাউ সিবিআই-এর পর এবার আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক-ভিডিওকন ঋণ মামলায় অতি ততর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)উ আইসিআইসিআই-ভিডিওকন ঋণ মামলায় সোমবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন আইসিআইসিআইসি ব্যাঙ্ক-এর প্রাক্তন সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টের (এমডি) চন্দা কোচারউ চন্দা ছাড়াও তাঁর স্বামী দীপক কোচারকেও হাজিরা দেওয়ার জন্য সমন পাঠিয়েছে ইডিউ ইডি সূত্রের খবর, এদিন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক-ভিডিওকন ঋণ মামলায় জেরা করা হবে চন্দা কোচারকেউ পাশাপাশি তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হবেউ প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক থেকে ৩,২৫০ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছিল ভিডিওকন গ্রুপউ অভিযোগ, এরপরই ভিডিওকন প্রোমোটার বেণুগোপাল ধুত নুপাওয়ার সংস্থায় কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলেনউ ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ভিডিওকন প্রোমোটার বেণুগোপাল ধুত, দীপক কোচার এবং অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট দায়ের করেছিল সিবিআইউ বিতর্কে নাম জড়ানোর পরই ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সিইও পদ থেকে অবসর নেন চন্দা কোচারউ তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন সন্দীপ বক্সীউ চন্দা কোচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি নিয়মের বাইরে গিয়ে ভিডিওকনকে ঋণ পাইয়ে দেন, কারণ ওই সংস্থা তাঁর স্বামীর সংস্থায় বিনিয়োগ করেছিল।

আলোয়াড় গণধর্ষণ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত, প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ মায়াবতীর

লখনউ, ১৩ মে (হি.স.) : দেশজুড়ে ভোট উৎসবের মাঝে কিছুটা হলেও চাপা পড়েছিল রাজস্থানের আলোয়াড়ে এক দলিত মহিলার গণধর্ষণের ঘটনা। কিন্তু, গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোটপ্রচারেও উঠে আসছে এই প্রসঙ্গ। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা-সমালোচনায় কোণঠাসা হয়েছে রাজস্থান সরকার তথা কংগ্রেস। আলোয়াড় গণধর্ষণ প্রসঙ্গে মোদী-মায়া তরজা অব্যাহত রইল সোমবারও। এদিন লখনউয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে বিএসপি (বহুজন সমাজ পার্টি) সুপ্রিমো মায়াবতী বলেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এই ঘটনা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে বিজেপি।

প্রসঙ্গত, রবিবারই উত্তর প্রদেশের কুশীনগরে নির্বাচনী প্রচারসভা থেকে মায়াবতীকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'উত্তর প্রদেশের মেয়েরা বেহেন মায়াবতীজিকে জিজ্ঞাসা করছেন, রাজস্থানে আপনার সমর্থনে সরকার চলছে, সেখানে দলিত মহিলার ধর্ষণ হয়েছেউ কিন্তু, বেহেনজি আপনি এখনও আপনার সমর্থন তুলে নিলেন না কেন? কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশ্য সঠিক হলে তারা আলোয়াড়ে যা হয়েছে তা লুকানোর, চেপে দেওয়ার চেষ্টা করত না, কিন্তু না, এদের কাছে একটাই উত্তর রয়েছে- 'যা হওয়ার হয়েছে''। আমরা এই 'যা হওয়ার হয়েছে''-এর সংস্কৃতি শেষ করতে চাই।' প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর এদিন ফের তাঁকে কটাক্ষ করলেন বিএসপি সুপ্রিমো। সাংবাদিকদের এদিন তিনি জানান, 'আলোয়াড় গণধর্ষণ নিয়ে এতদিন চুপ করে ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এখন তিনি এই ঘটনা নিয়ে একটি নোংরা রাজনৈতিক খেলা খেলতে চাইছেন, লোকসভা ভোটে তাঁর দল লাভবান হতে পারে। এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক। অন্যদের বোন ও স্ত্রীকে তিনি কিভাবে সম্মান দেবেন যিনি নিজেই রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন?

ক্রমাগত হুমকি ও গালির অভিযোগ বৈশাখীর স্বামী মনোজিতের

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : তাঁকে লাগাতার হুমকি এবং অশালীন গালি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেতা তথা শোভন-ঘনিষ্ঠ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী মনোজিত মন্ডল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাইটি অ্যান্ড রিলিজিয়ন' এবং 'সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি স্টাডিজ'-এর জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটার মনোজিতবাবু তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতা। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন চ্যানেলে আলোচনায় অংশ নেন। নিয়মিত তা আগাম ঘোষণাও করেন। মনোজিৎবাবু তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন, ''আমাকে সমবেত হুমকি ও অশ্রাব্য গালি দেওয়া হচ্ছে। ফোনে, এমনকি টিভি টকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কারণ, আমি টিএমসি-র সমর্থনে বলি।'' অভিযুক্ত হিসাবে কোনও দলের নামোল্লেখ না করে তিনি লিখেছেন, ''বাই দ্য ভক্তস''।

মনোজিতবাবুর ফেসবুকে অজস্র বিজেপি-বিরোধী মতামত। ঘাটালে রবিবারের গন্ডগোলের পর ইংরেজিতে বড় বড় হরফে লেখেন, ''মোদীর বাহিনী গুলি চালালো বাংলায়।'' এর পর লিখেছেন, ''বুথে গুন্ডামি করতে গিয়ে মহিলাদের হাতে মার খেল ভারতী ঘোষ। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো বিজেপির ভারতী ঘোষ, ভেঙে গেল পায়ের নখ। আপনি হুমকি দিলেন ইউপি থেকে ছেলে এনে ঢুকিয়ে দেব। তারপর আবার গুন্ডামি করবেন বুথে ঢুকে, তাহলে আপনাকে কি এলাকাবাসী ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করবেন?কেশপুরের মহিলাদের অভিনন্দন। একদম ঠিক কাজ করেছেন তারা। ভারতী ঘোষের মতো মহিলাকে বাংলার মায়েরাই পারে জব্দ করতে। বাংলার প্রতিটি ঘরে, সবার মনে মমতা ব্যানার্জী অবস্থান করে, উস্কাবেন না, নাহলে অগ্নিকন্যা রূপ ধারণ করতে সময় নেবেন বাংলার মায়েরা।'' পোস্টে মনোজিৎবাবু সবশেষে লিখেছেন যার অর্থ টিএমসি পরিবারের জন্য।

সপ্তম দফায় কমিশনের নজর দক্ষিণ ২৪ পরগনায়

কলকাতা, ১৩ মে(হি.স.): ছয় দফার পর বাকি আর এক দফা উ ১৯ মে অর্থাৎ আগামী রবিবার এই শেষ দফায় ভোট হবে হবে নয়টি কেন্দ্রেউ এই দফায় ভোট গ্রহণ হবে দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ ও কলকাতা উত্তরেউ তবে এবার সপ্তম দফায় কমিশনের নজর রয়েছে দক্ষিন ২৪ পরগনার উপরউ সোমবার এমনটাই জানালেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈনউ

এদিন সকালে নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সারেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈনউ রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে ও বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকরা। ছয়ের পাতায়

হেলিকপ্টার ল্যান্ডিংয়েরও অনুমতি বাতিল যাদবপুরে অমিতের সভা আটকাল মমতা-সরকার

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে আবারও হিংসা ও ঔদ্ধত্যের রাজনীতির শিকার হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ এর আগে বেশ কয়েকবার অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সভা আকরণে বাতিল করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাও বাতিল করার ষড়যন্ত্র করেছিল রাজ্য সরকার, এমনই মত বিজেপি নেতৃত্বেরউ আরও একবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের সভার অনুমতি দেওয়া হল না। অনুমতি দেওয়া হল না হেলিকপ্টার ল্যান্ডিংয়েরও। আর তাই যাদবপুরে অমিত শাহের প্রস্তাবিত নির্বাচনী জনসভা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

আগামী ১৯ মে উনিশের লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণউ তার আগে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং (জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র), যাদবপুর এবং উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটে পৃথক তিনটি জনসভা করার কথা রয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহেরউ কিন্তু, যাদবপুরে অমিত শাহের নির্বাচনী জনসভা বাতিল করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাদবপুরে অমিত শাহের জনসভা করার কথা ছিল, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার যাদবপুরের সভার অনুমতি দেয়নি। তাই এদিন দু'টি জনসভা করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ যাদবপুরে অমিত শাহের সভা বাতিল হওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেছেন, 'বিনা কারণে জনসভার অনুমতি দেওয়া হয়নিউ হেলিকপ্টার ল্যান্ডিংয়েরও অনুমতি দেওয়া হয়নিউ এটা গণতন্ত্রের হত্যা। এই বিষয়টি বিচার করা উচিত নির্বাচন কমিশনের।

মমতা সরকার বদলে দিন, জাঁকজমক করে মা দুর্গার পুজো হবে : অমিত শাহ

ক্যানিং, ১৩ মে (হি.স.): অনুপ্রবেশকারীদের ভোটের উপর নির্ভর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারউ মমতা সরকার বদলে দিন, আরও জাঁকজমক করে মা দুর্গার পুজো হবে গোটা পশ্চিমবঙ্গেউ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ক্যানিংয়ে নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে আক্রমণ করে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ আগামী ১৯ মে সপ্তম তথা লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবেউ জয়নগর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী অশোক কাণ্ডারির সমর্থনে সোমবার সকালে ক্যানিংয়ের পিডাব্লিউডি ময়দানে (নতুন বাস টার্মিনাল) নির্বাচনী জনসভা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ এদিন নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের ভোটের উপর নির্ভর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারউ মমতা সরকার বদলে দিন, আরও জাঁকজমক করে মা দুর্গার পুজো হবেউ আগামী ২৩ মে যে ভোটগণনা হতে চলেছে, তার জন্য ১৯ মে মমতার ক্ষমতা উল্টে দিনউ গোটা পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে আবারও দুর্গাপুজো হবে, আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছিউ পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে দুর্গাপুজো হবে, এমন পরিবেশ তৈরি করবে বিজেপি।

বাংলায় জয় শ্রীরাম বললেই জেলে পাঠাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ কিছুদিন আগেই এমন দাবি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ উদাহরণ অবশ্য রয়েছে, চন্দ্রকোণায় যাওয়ার পথে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান শুনে কনভয় দাঁড় করিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ মমতাকে দেখে কয়েকজন পালাতে শুরু করলে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'পালাচ্ছিস কেন?' জয় শ্রীরাম স্লোগান প্রসঙ্গে সোমবার ক্যানিংয়ের নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'আমি বলছি জয় শ্রীরামউ কলকাতার জন্য রওনা হচ্ছি, আমায় গ্রেফতার করে দেখান।

সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং (জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র) ছাড়াও যাদবপুর এবং উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রাজারহাটেও পৃথক তিনটি জনসভা করার কথা রয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহেরউ কিন্তু, যাদবপুরে অমিত শাহের নির্বাচনী জনসভা বাতিল করা হয়েছেউ এ প্রসঙ্গে জয়নগরের জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, 'আমার সভা বাতিল করেছে তৃণমূল সরকারউ কিন্তু, আমাদের বলতে দিন আর না দিন-বাংলার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাবেইউ বাংলার মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছেনউ আজ তিনটি জায়গায় সভা করার কথা ছিল, কিন্তু মমতাজির ভাইপো তার মধ্যে একটি আসন থেকে লড়ছেনউ ভাইপো হেরে যাবে, এই ভোট পাচ্ছেন তিনিউ এই কারণেই আমার জনসভা বাতিল করা হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে আক্রমণ করে অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের বাংলায় 'বাংলা ভাষা' পড়তে চেয়ে দু'জন প্রাণ হারিয়েছেনউ যেখানে এক সময় রবীন্দ্র সংগীত শোনা যেত, সেখানে তৃণমূলের বোমা গুলির আওয়াজ শোনা যায়উ মানুষ মমতা দিদির নেতৃত্বে বিরক্ত, পরিবর্তন চাইছেনউ' নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত মানুষদের উদ্দেশ্যে অমিতের বার্তা, ''বাংলায় 'ভাইপো' কর চলছেউ তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, সন্ত্রাস বাংলার মানুষকে অতিষ্ট করে দিয়েছেউ বাংলার গৌরবময় দিন ফিরিয়ে আনতে পারেন একমাত্র শ্রী নরেন্দ্র মোদীউ আরও একবার মোদী সরকারের জন্য ভোট দিনউ মমতা দির শাসনকে উতাত করুনউ শেষ দফার ভোটের আগে এটাই আপনাদের কাছে আমার আবেদনউ'

উল্লেখ্য, আগামী ১৯ মে উনিশের লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণউ জয়নগর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হলেন অশোক কাণ্ডারি, তৃণমূল প্রার্থী হলেন প্রতিমা মণ্ডল, কংগ্রেস প্রার্থী তপন মণ্ডল এবং বামফ্রন্ট মনোনীত আরএসপি প্রার্থী সুভাষ নস্করউ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়নগর সংসদীয় আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল।

নীলাঞ্জন রায়ের গাড়ি আটকে তল্লাশি

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.): আজ দুপুরে তল্লাশির নামে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নীলাঞ্জন রায়ের গাড়ি কলকাতায় আটকে রাখা হয়। এ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। সূত্রের খবর, দলের রাজ্য সদর দফতরের কাছে আটকানো হয় তাঁর গাড়ি। বেলা আড়াইটার পর দলের তরফে জানানো হয়, গাড়িতে তল্লাশি করে কিছু পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও দু'ঘন্টার ওপর পুলিশ গাড়ি আটকে রেখেছে।

এদিকে, নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের ঘটনার বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা মুখ্য নির্বাচন কমিশন দফতরে যান। তাঁকে অভিযুক্ত হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। শুক্রবার শিশু সুরক্ষা কমিশন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নীলাঞ্জন রায়কে গ্রেফতার করতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য চিঠি দেয় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে। বিষয়টি পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে কমিশন। এ ব্যাপারে আইন অনুসারে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

বিজেপি-র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। এর নেপথ্যে কোনও প্রাথমিক প্রমাণ মেলেনি। শিশু রক্ষা কমিশনও এক্ষেত্রে এক্তিয়ার-বহির্ভূত পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছে। এই কমিশন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের পুতুল।জুন মালিয়া, প্রসূণ ভৌমিকের মত এই কমিশনের সদস্যরা তৃণমূলের প্রচারে অংশ নেন। বিষয়টি জানার পরই বিজেপি প্রার্থী প্রচার বন্ধ রেখে রাজ্য নেতাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। এর বিরুদ্ধে আইনি পথে লড়াইয়ের জন্য শলা-পরামর্শ করছেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের একটি সূত্রে বলা হয়েছে, 'পকসো' আইনে মামলা হয়েছে। তার ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

ট্রাফিক সার্জেন্টকে নিগ্রহে গ্রেফতার ৪

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স): ফের মধ্যরাতে ট্রাফিক সার্জেন্টকে নিগ্রহের ঘটনা ঘটল খোদ মহানগরের বুকেউ ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে পার্ক সার্কাস ও গোবিন্দ খটিক রোডের সংযোগস্থলেউ এই ঘটনার জেরে চার যুবককে গ্রেফতার করেছে তোপসিয়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম শুভঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, অমরলাল মেহতা, দেবাশিস ধর ও বিকাশ ভল্লাউ

সোমবার পুলিশের তরফ থেকে জানা যায়, শনিবার রাতে পার্ক সার্কাস ও গোবিন্দ খটিক রোডের সংযোগস্থলে ডিউটি করছিলেন ওই সার্জেন্টউ সেই সময় দুটি সন্দেহভাজন গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দুটি গাড়িকে দাঁড় করেন ওই সার্জেন্টউ ওই ছয়ের পাতায়

ঘূর্ণিঝড় ফণীর তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড ওডিশা : মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৪, বিদ্যুৎ ও জলের সঙ্কট অব্যাহত

ভুবনেশ্বর, ১৩ মে (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'-র তাণ্ডবের পর কেটে গিয়েছে বহুদিনউ অথচ এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরত পারল না ওডিশাউ বিদ্যুতও জলের সঙ্কটের পাশাপাশি ওডিশায় মৃতের সংখ্যাও ক্রমশই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছেউ ওডিশা প্রশাসন সূত্রের খবর, ওডিশায় এখনও পর্যন্ত 'ফণী'-র তাণ্ডবে ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছেউ শুধুমাত্র পুরীতেই ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, কেন্দ্রাপাড়ায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন, ময়ূরভঞ্জে মৃতের সংখ্যা ৪, জাজপুরে ঘূর্ণিঝড়ের বলি হয়েছেন ৩ জন, কটকে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং খোর্দায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছেউঅতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'-র তাণ্ডবে ওডিশার ১৪টি জেলার প্রায় ১.৬৪ কোটি মানুষজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেনউ ওডিশায় পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সঙ্কট এখনও অব্যাহত রয়েছেউ পানীয় জলের অভাবে মানুষজনের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছেউ এছাড়াও বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও বিদ্যুতনেইউ ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, 'ফণী'-র তাণ্ডবে যে সমস্ত বাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নতুন করে বানিয়ে দেওয়া হবেউ

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৩ তারিখ ওডিশা উপকূলের কাছে পুরীতে আছড়ে পড়েছিল অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ফণী। পুরী, ভুবনেশ্বর ও গঞ্জাম-সহ ওডিশার উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে তাণ্ডব চালায় 'ফণী'উ ভুবনেশ্বরে ভেঙে পড়ে প্রচুর গাছউ ওডিশায় তাণ্ডব চালানোর পর শক্তি হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল 'ফণী'।

মমতার ছবি বিতর্ক : সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রিয়াঙ্কা শর্মা, মঙ্গলবার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): ভোট-যুদ্ধে বাকযুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যেউ উভয় দলই একাধিক ইস্যুতে একে-অপরকে কটূক্তি করছেউ এরই মাঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বিকৃত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তা পোস্ট করার অভিযোগে গত শুক্রবার গ্রেফতার হন বিজেপির তরুণী নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মাউ গত শনিবার প্রিয়াঙ্কাকে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হলে তাঁকে ১৪ দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারকউ প্রিয়াঙ্কা শর্মা নামে ওই তরুণী হাওড়ায় বিজেপির মহিলা মোর্চার আহ্বায়কউ জামিনের আবেদন জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা শর্মাউ বিজেপির তরুণী নেত্রী প্রিয়াঙ্কার আর্জি গ্রহণও করেছে সর্বোচ্চ আদালতউ সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্না জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবার বিজেপির যুব শাখার ছয়ের পাতায়

স্বাধীনতা দিবসে 'সত্যমেব জয়তে' নিয়ে হাজির হবেন অরিন্দম শীল

কলকাতা,১৩ মে (হি.স.):এবার স্বাধীনতা দিবসের পরিপ্রেক্ষিতে গল্প বাঁধলেন পরিচালক অরিন্দম শীল।স্বাধীনতা দিবসের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু গল্পই নয় স্বাধীনতা দিবসের দিনই মুক্তি পাবে পরিচালক অরিন্দমের নতুন ছবি 'সত্যমেব জয়তে'।রহস্য-রোমাঞ্চে ভরপুর পরিচালক অরিন্দমের 'সত্যমেব জয়তে' ছবির গল্প। ছবির প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে অর্জুন চক্রবর্তী ও সৌরসেনী মৈত্রকে।ছবিতে মুসলমান দোকানদারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিপিন শর্মা।দু'টি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মুম্বইয়ের দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য এবং জয়ন্ত কৃপালনি। পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় ছয়ের পাতায়

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সোমবার আয়োজিত পেনশানস্ স্কিম চালু করে। ছবি- নিজস্ব।

সোনার বাংলাকে কাঙাল বাংলা করে দিয়েছেন মমতা, রাজারহাটে গর্জে উঠলেন অমিত শাহ

রাজারহাট (উত্তর ২৪ পরগনা), ১৩ মে (হি.স.): মমতা দিদি সোনার বাংলাকে কাঙাল করে দিয়েছেনউ বাংলার গৌরব নষ্ট করে দিয়েছেনউ জয়শ্রীরাম বললে জেলে পাঠাচ্ছেনউ এমনই একাধিক বিষয়ে উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটের নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ আগামী ১৯ মে সপ্তম তথা লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফায়, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবেউ বারাসত লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী মৃণাল কান্তি দেবনাথের সমর্থনে সোমবার দুপুরে রাজারহাটে নির্বাচনী জনসভা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ এদিন রাজারহাটের নির্বাচনী জনসভায় 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটক্ষা করে অমিত শাহ বলেছেন, ''মমতা দিদির কানে পৌঁছয় এমন আওয়াজ নিয়ে আপনারা বলুন, 'জয় শ্রীরাম'উ'' এরপরই যাদবপুরের নির্বাচনী জনসভা আটকে দেওয়া প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, 'আমার সভা আটকাতে পারলেও, মমতা দিদি আপনি বাংলার জনগণকে আর আটকাতে পারবেন নাউ মানুষের মনে আছে বিজেপি, তাই বাংলায় এবার বিজেপিই আসবেউ'

আগামী ২৩ মে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবেউ ওই দিন কেন্দ্রে পুনরায় ক্ষমতায় আসতে চলেছে মোদী সরকারউ এমনই দাবি করে অমিত শাহ বলেছেন, '২৩ মে নতুন সরকার আসবে, মোদী সরকার গঠন হবেউ বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের হটানো হবেউ আর শরনার্থীদের ভাই মনে করে নাগরিকত্ব দেওয়া হবেউ এখানে, মতুয়া সমাজের মানুষ এই দেশের নাগরিকত্ব পাবেনউ' বিগত পাঁচ বছরে মোদী সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে অমিত শাহ বলেছেন, 'মোদী সরকার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, রাস্তা, যুব সমাজের কর্মসংস্থান, গ্রামে গ্রামে হাসপাতাল, মায়েদের রান্নার জন্য গ্যাস, গরিবদের মাথার উপর ছাদ করে দিয়েছেনউ মমতা দিদি এখানে মানুষের উপকারের জন্য কিছু করেননি, করতেও দেননিউ'

আরও একবার মোদী সরকার এই স্লোগান তুলে অমিত শাহ বলেছেন, 'দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি আলাদা, পরিবেশ আলাদাউ কিন্তু, দেশের সব জায়গায় একটা আওয়াজ মিলেছে-মোদী, মোদী, মোদী...আরও একবার মোদী সরকারউ' অমিত শাহ এদিন আরও বলেছেন, 'মমতা দিদি, ভারতের মানুষের শ্রদ্ধা, সংস্কৃতি ভুলিয়ে দিতে চাইছেনউ 'জয় শ্রীরাম' বললে জেলে পাঠাচ্ছেনউ বাংলার বদলে উর্দু পড়াতে চাইছেনউ এটা ভারতবর্ষ, মমতা দিদি, এখানে রাম নাম হবে, দুর্গা পুজো হবে, সরস্বতী পুজো হবে, আপনি আটকাতে পারবেন নাউ' নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির আর্জি, 'বিজেপি প্রার্থীদের আপনারা ভোট দিয়ে বিজয়ী করুনউ আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলবে বিজেপিউ মমতা দিদি সোনার বাংলাকে কাঙাল করে দিয়েছেনউ বাংলার গৌরব নষ্ট করে দিয়েছেনউ আপনারা আমায় বলুন, এই মমতা দিদিকে আপনারা ভোট দেবেন? সোনার বাংলার জন্য বিজেপিকে ভোট দিনউ'

উল্লেখ্য, আগামী ১৯ মে উনিশের লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণউ বারাসত লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হলেন মৃণাল কান্তি ঘোষ, তৃণমূল প্রার্থী হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কংগ্রেস প্রার্থী সুব্রত দত্ত এবং বামফ্রন্ট মনোনীত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হরিপদ বিশ্বাস

গ্রেফতার

আটের পাতার পর

জুলফকার হোসেন গানাই-র কাছ থেকে নিষিদ্ধ বস্তু কিনেছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ গানাই-র বাড়িতে হানা চালিয়ে ২৩০ ইনটি অক্সসিডেন্ট ইনজেকশন, ৫৭০টি ব্যবহৃত ইঞ্জেকশন, ৩৩ সিরিঞ্জেস, ৪১ নীডলসএবং ১,৩০,০০০ নগদ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অন্যদিকে, রেয়াসির কাটরা থেকে একটি গাড়িকে আটক করে গাড়িতে থাকা তিনজনের কাছ থেকে হেরোইন উদ্ধার করা হয়। তাদেরকে গ্রেফতার করে কাটরা পুলিশ স্টেশনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ধৃতদের নাম, রাকেশ কুমার, মিনটু শর্মা এবং মুনিশ কুমার। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। আর একটি ঘটনা ঘটে জম্মু শহরে। সেখান থেকে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ৪২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়। ধৃত-র নাম বিক্রম সিং। তার বিরুদ্ধেও একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভিলিয়ার্সের

সাতের পাতার পর।। অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এরই মধ্যে ঘোষণা করেছে বিগ ব্যাশের প্রতিতি ফ্র্যাঞ্চাইজি চারজনের পরিবর্তে ছয় জন বিদেশি ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ করতে পারবে। কিন্তু এতটা সুযোগ থাকা স্বত্বেও ডি ভিলিয়ার্সের বিগ ব্যাশে অনাগ্রহ বেশ আলোচিত হচ্ছে।

গ্রেফতার ৪

পাচের পাতার পর

গাড়ি দুটোতেই ছিল চার মত্ত যুবক।

ওইদিন গাড়ি থামানোর পরেই আচমকাই নেমে এসে ওই সার্জেন্টের ওপর হামলা চালায় চার মত্ত যুবকউ এমনকি বাকি সার্জেন্টরা বাধা দিতে এলে তাদের ওপরও হামলা করা হয় বলে অভিযোগউ সেই সময় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় তোপসিয়া থানার অতিরিক্ত ওসিউ তারপরেই গ্রেফতার করা হয় ওই চার যুবককে উ এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হবে বলেই জানানো হয়।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শুয়ালকুচিতে হাতেনাতে ধৃত কুখ্যাত দুই চোর, গণধলাই

শুয়ালকুচি (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : কামরূপ জেলার অন্তর্গত বস্ত্রনগরী শুয়ালকুচিতে জনতার কাছে হাতেনাতে পাকড়াও হয়েছে দুই কুখ্যাত চোর। ঘটনা রবিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে।গতকাল রাতে শুয়ালকুচির ঐতিহাসিক শংকরধাম মন্দিরে চুরি করতে এসেছিল দুই চোর। এরা প্রমামীর বাক্স ভাঙছে দেখে প্রত্যক্ষদর্শী কতিপয় স্থানীয় ব্যক্তি গোপনে খবর চাউর করে দেন এলাকায়। ক্ষণিকের মধ্যে জমায়েত হয়ে দুই চোরকে হাতেনাতে ধরে গণধলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে। চোর দুটির নামধাম এখনই জানাতে চাইছেন না পুলিশ কর্তৃপক্ষ। তবে শুয়ালকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেছেন, এরা দাগি চোর। তাদের নামে চুরির আরও কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। এর আগে এদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। সম্প্রতি জেলের ভাত খেয়ে বেরিয়েছে এরা।

মহিলা-সহ দুই

আটের পাতার পর

সানেকুচি গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি মুনীন্দ্র বেজ, পঞ্চায়ত সদস্য যোগেন তালুকদারা। এছাড়া সরকারিভাবে লাটমণ্ডল-সহ গ্রামপ্রধান শচীন্দ্র হুজুরি ক্ষয়ক্ষতির সমীক্ষা শুরু করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।গোয়ালপাড়া জেলা সদর-সহ নগরবেরায় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে দোকুচি সরকারি আদর্শ বিদ্যালয়ের টিনের চাল উড়ে গেছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়েছে।

২৪ পরগনায়

পাচের পাতার পর

সপ্তম দফায় রাজ্যের যে নয়টি কেন্দ্রে ভোট হবে সেই কেন্দ্রগুলি নিয়ে এদিন বৈঠকে নির্দেশ দেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। এছাড়াও যে ৩৪টি কেন্দ্রে ইতিমধ্যে ভোট হয়ে গেছে, সেখানকার বিস্তারিত তথ্য জানতে চান তিনিউ বৈঠক শেষে সূত্র মারফত জানা যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপর বিশেষ জোর দিতে বলেছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। তিনি এদিন জানিয়েছেন স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। অতীতে নির্বাচনের দিন গোসাবা, বাসন্তী, ভাঙড়ের মতো এলাকায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে। তা নিয়ে রিপোর্ট পেয়েছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারও। তাই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য বিশেষ নজর থাকবে এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায়উ এছাড়াও ৯টি কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকদের একাধিক নির্দেশ দেন।স্পর্শকাতর বুথে নজর দেওয়ার পাশাপাশি গণনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। প্রতিটি লোকসভায় ৩৫টি ভিভিপ্যাট গণনার জন্য বেশি সময় লাগবে বলে মত কমিশনের একাংশের। তাই দ্রুত গণনা শেষ করার জন্য বিশেষ পরামর্শ দেন তিনি।

অরিন্দম শীল

পাচের পাতার পর

আছেন অর্জুন চক্রবর্তী। বিপিনের মেয়ের ভূমিকায় থাকছেন সৌরসেনী মৈত্র। ছবির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। ছবির ভাষা কসমোপলিটান। হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলে মুসলমান দোকানদার অর্থাৎ বিপিনের চরিত্র। ওর পরিবার আবার পুরোটাই হিন্দিতে কথা বলে। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ এবং ক্যামেরা করছেন অয়ন শীল। আগামী ১৭ মে থেকে শুরু হচ্ছে ছবির কাজ। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় হবে 'সত্যমেব জয়তে'র শুট।

ছবির প্রসঙ্গে পরিচালক অরিন্দম বলেন, 'স্বাধীনতা দিবসের প্রেক্ষিতে একেবারে অন্যরকম একটি বিষয় নিয়ে লেখা এই ছবির গল্প। সিস্টেমের বিরুদ্ধে কথা বলবে এই ছবি। একজন যুবা পুলিশ অফিসার এবং এক মুসলমান দোকানদারের গল্প। এই মুসলমান দোকানদারের পরিবার তিন পুরুষ ধরে এই দেশে বসবাস করছে। দেশভাগের সময় তারা এই দেশ ছেড়ে যায়নি। কারণ, এই দোকানদারের বাবা বিশ্বাস করত যে ভারতই তার প্রকৃত দেশ'।

মঙ্গলবার শুনানি

পাচের পাতার পর

কর্মী প্রিয়াঙ্কা শর্মার জামিনের আবেদন শুনব আমরাউ' পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বিকৃত করার বিষয়টি জানিয়ে দাশনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর বিভাস হাজারউ তদন্তে নেমে দাশনগরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় প্রিয়াঙ্কাকেউ বিজেপির অবশ্য অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রিয়াঙ্কাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হতে পারবে

তিনের পাতার পর

নন্দিনী। গান-নাটক-আবৃত্তি-বিতর্ক সবেতেই তুখোর।"

তখন থেকেই নন্দিনীর তৈরি হয় আন্দোলন সংগঠিত করার মানসিকতা। বিমানবাবু জানান, "সে সময় শিবপুরে মহিলা পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছিল অথচ ওদের হোস্টেল ছিল না। নন্দিনীদের দাবি মেনে সেখানে অচিরেই তৈরি হয় ছাত্রীনিবাস। পরে শিক্ষকতার পাশাপাশি যাদবপুরের কোর্ট, কাউন্সিল এ সবে প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছে নানা সময়। ২০১১-তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, ভবানীপুর কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে 'উপযুক্ত' প্রার্থী চিহ্নিত করতে দু'বার চিন্তা করতে হয়নি আলিমুদ্দিনকে। নন্দিনী হয়েছিলেন সিপিএম মনোনীত বাম প্রার্থী। এবারের লোকসভা ভোটে সিপিএম যে জায়গাগুলির ওপর বেশি জোর দিচ্ছে, কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রটি তার অন্যতম। ভোটের ফল কিরকম হতে পারে? নন্দিনীর কথায়, চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব মানুষের কাছে যাওয়ার। দলের ছেলেরাও যথাসাধ্য করছে। লোকের সাদর সমর্থন পাচ্ছি সর্বত্র। আমি আশাবাদী।

গাড়ির চাকা ফেটে বিপত্তি, অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন সানি দেওল

গুরদাসপুর, ১৩ মে (হি. স.): অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পেলেন পঞ্জাবের গুরদাসপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী-অভিনেতা সানি দেওল। সোমবার সকালে গুরদাসপুরে সোহল গ্রামে একটি গুরুদ্বারের কাছে এই তারকা প্রার্থীর এসইউভি গাড়ির সঙ্গে আরও তিনটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে সানি দেওলের গাড়ির চাকা ফেটে যায়। যদিও সদ্য গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়া এই তারকা প্রার্থীর কোনও আঘাত লাগেনি। দুর্ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গুরদাসপুর থানার পুলিশ। গুরদাসপুরের পুলিশের ডেপুটি সুপার (গ্রামীণ) মনজিত সিং জানিয়েছেন, ফতেগড় চুড়িয়ায় নিজের নির্বাচনী প্রচারসভায় যাওয়ার পথে সোহল গ্রামে একটি গুরুদ্বারের কাছে চারটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়, যার মধ্যে একটি বিজেপি প্রার্থীর এসইউভি গাড়ি ছিল। অপর তিনটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে সানি দেওলের গাড়ির চাকা ফেটে দুর্ঘটনা ঘটে। চারটি গাড়ির মধ্যে একটিতে ছিলেন স্বয়ং সানি দেওল, একটি গাড়ি ছিল জনৈক গ্রামবাসীর এবং অপর দুটি গাড়ি ছিল বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ের অন্তর্গত। দুর্ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে জানিয়েছেন ডিএসপি মনজিত সিং। তবে, দুর্ঘটনার পর ফতেগড় চুড়িয়ার প্রচারসভা বাতিল করেছেন বিজেপির এই তারকা প্রার্থী। প্রসঙ্গত, এই লোকসভা আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কংগ্রেস প্রার্থী এবং গুরদাসপুরের বিদায়ী সাংসদ সুনীল ঝাকার।

রোগীনি

● প্রথম পাতার পর

পরিষ্কার করার মতো কোন মানুষ নেই। অনেক দৌড়াদৌড়ির পর টাকা দিয়েও পরিষ্কারের জন্য এক জনের বেশি মানুষ পাওয়া যায়নি। অবশেষে নর্দমার মতো পরিবেশে চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে থাকতে হয় এইচআইভি আক্রান্ত রোগীকে। হয়তোবা কিছুদিনের মধ্যেই নরককুণ্ড থেকে চিরতরে বিদায় নেবে দুই সন্তানের জননী। সরকার যতই এইডস সংক্রামক রোগ নয় বলে কোটি কোটি টাকা সচেতনার জন্য ব্যয় করুক কিন্তু বাস্তবে ছিল তার ভিন্ন চিত্র। পূর্বে সরকার থাকাকালীন সময়ে এইডস কন্টোল নামক শুধু লম্বা ভাষণ ছিল,বর্তমানে সেটাই রয়ে গেছে। সুতরাং সচেতনতার কোন মূল্য নেই।

উল্লেখযোগ্য যে বিগত চার দিন কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে থাকা এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীকে নিয়ে কোন বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কদমতলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, অবশেষে তার পাশে এসে দাঁড়ালো সংঘদ্বীপ নামক এনজিও সংস্থা।তবে রোগীর শরীরে পচন ধরে গিয়েছে।

এদিকে নানা মহলে একটাই প্রশ্ন,কোন এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগী চিকিৎসার অবহেলায় যেন মৃত্যু না হয়।অপরদিকে এই ঘটনা নিয়ে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের এম ও আই সি অরুণাভ চক্রবর্তীর সাথে যোগাযোগ করলে উনি সাফ জানিয়ে দেন এই ব্যাপারে তিনি মুখ খুলতে রাজি নন।

নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

বেশি অভিযোগ রোগীর পরিবারের। তবে কয়েকজন রোগী হাসপাতালের পরিষেবায় সন্তোষ ব্যক্তও করেছেন।

এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রোগীদের ব্যবস্থাপত্রে চিকিৎসকরা কী ধরনের ওষুধ লিখছেন তাঁরও খোঁজ নিয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ মোতাবেক চিকিৎসকরা রোগীদের জেনেরিক মেডিসিন লিখছেন কী না তা-ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরখ করেছেন। একই সাথে হাসপাতাল পরিচালনার বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখেছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি পরিষেবা উন্নয়নে নতুন কোনও প্রস্তাব রয়েছে কিনা তা-ও তিনি জানতে চেয়েছেন।

আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জিবি হাসপাতালে এ-ধরনের পরিদর্শনে আগেও এসেছি। আজ ফের এসে কিছু বিষয়ে স্পষ্ট হতে পেরেছি। তিনি বলেন, হাসপাতালে অধিকাংশ রোগীর বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা সেন্ট্রাল প্যাথলজিতেই হচ্ছে। কিছু জটিল রোগ যা জিবি হাসপাতালের প্যাথলজিতে করা সম্ভব নয়, সেগুলি বাইরে পাঠানো হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন ওয়ার্ডে বেড সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম রয়েছে। শীঘ্রই এ-বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে। আপাতত কিছু বেড ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দফতরকে। আগামী দিনে বেড নিয়ে সমস্যা পুরোদমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, কয়েকজন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অবিলম্বে এই অবস্থা শুধরানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও সকলকে সতর্ক করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে তাঁদের ডেকে এনে কোনও বৈঠক করেননি । শিক্ষামন্ত্রী কটাক্ষ করে বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তদানীন্তন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী পুর নিগমের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতেন ।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, রাজ্য সরকার নিয়মনীতি তৈরি করে দিতে পারে । সেই নিয়ম প্রণয়নের দায়িত্ব পুর নিগমের । এমন-কি, সেই নিয়ম মানতে পুর নিগম বাধ্য । তাতে, পুর নিগমের গাফিলতি প্রমাণিত হলে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থা নেওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে। ভারতের সংবিধান সেই ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে। তাঁর সাফ কথা, নাগরিক পরিষেবায় পুর নিগম গাফিলতি করলে রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারবে। তবে, ত্রিপুরা সরকারের আপাতত এমন কোনও উদ্দেশ্য নেই, বলেন শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন, ষড়যন্ত্র করে পুর নিগম রাজস্ব আদায়ে ঢিলেমি দিয়েছে। তাতে রাজস্ব আয় কমেছে। তিনি জানান, ২০১৫-১৬ অথবর্ষে পুর নিগমের রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৩০ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ২৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। কিন্তু, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে পুর নিগমের রাজস্ব আদায় হয়েছে ২৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। তাঁর দাবি, পুর নিগম এখন বামফ্রন্ট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই, ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ রাজস্ব আদায় কম করছে পুর নিগম।

শিক্ষামন্ত্রী আজ কড়া ভাষায় বলেন, নিজেদের দুর্বলতা আড়াল করার জন্য পুর নিগম মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার এবং আপত্তিজনক মন্তব্য করেছে। তাঁর কথায়, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর পুর এলাকায় নাগরিক পরিষেবা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তাতে পুর নাগরিকরা ভীষণ অসন্তুষ্ট। তাই তিনি পুর নিগমের উদ্দেশে বার্তা দেন, পুর এলাকায় নাগরিক পরিষেবায় গুরুত্ব দিন। পুর নিগমের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হোক। নয়তো-বা, ত্রিপুরা সরকারকে পুর নিগমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে ভাবতে হবে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আইন সেই ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে, পুর নিগম সঠিকভাবে কাজ না করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী

আটের পাতার পর

কমিশনারেট বুথে।এছাড়া, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা বুথে থাকবে ৮০ কোম্পানি বাহিনীউ সুন্দরবন পুলিশ জেলা বুথে থাকার কথা ৭৮ কোম্পানিউকলকাতা পুলিশ বুথে থাকবে ১৪৬ কোম্পানি বাহিনী।

উল্লেখ্য সপ্তম দফার ভোটের দিন ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন হবেউ এদের মধ্যে ভাটপাড়া বিধানসভা উপ-নির্বাচন কেন্দ্রে থাকবে ১৬ কোম্পানি বাহিনীউ দার্জিলিং বিধানসভা উপ-নির্বাচন কেন্দ্রে থাকবে ৬ কোম্পানি বাহিনীউ হাবিবপুর বিধানসভা উপ-নির্বাচন কেন্দ্রে থাকবে ১১ কম্পানিউ ইসলামপুর বিধানসভা উপ-নির্বাচন কেন্দ্রে থাকবে ১৫ কোম্পানি বাহিনী এবং কান্দি ও নওদা বিধানসভা উপ-নির্বাচন কেন্দ্রে থাকবে ১৮কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

শিমলায় ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

শিমলা, ১৩ মে (হি.স.): গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড হোটেলেউ রবিবার গভীর রাত ১২.৫০ মিনিট নাগাদ কেন্দ্রীয় সরকারের হাউজিং হলিডে হোম ঐতহাসিক গ্র্যান্ড হোটেলের মেয়ো ব্লকে ভয়াবহ আগুন লাগেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই মল রোড, ছোটা শিমলা এবং অন্যত্র থেকে আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনউ অগ্নিকাণ্ডের সময় গ্র্যান্ড হোটেলে কোনও কর্মী উপস্থিত ছিলেন না, তাই কার্যত বাধ্য হয়েই হোটেলের প্রধান দরজা ভেঙে হোটেল চত্বরে প্রবেশ করেন দমকল ও পুলিশ কর্মীরাউ দমকল কর্মীদের প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার প্রচেষ্টায় সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ আয়ত্তে এসেছে আগুনউ যদিও, তখনও বিভিন্ন জায়গা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়উ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইউ কী কারণে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেউ

শিমলার ডেপুটি কমিশনার রাজেশ্বর গোয়েল জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাত ১২.৫০ মিনিট নাগাদ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা প্রথমে আগুন দেখতে পানউ পুলিশ কর্মীদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় দমকলেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট পাঁচটি ইঞ্জিনউ কিন্তু, জলের অভাবে আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদেরউ ততক্ষণে ঘটনাস্থলে চলে আসেন শিমলার ডেপুটি কমিশনার রাজেশ্বর গোয়েল, এসপি ওমপতি জামওয়াল এবং মিউনিসপ্যাল কমিশনার পঙ্কজ রাইউ পরে জলের সমস্যা মিটতেই দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় ভোররাত তিনটে নাগাদ আয়ত্তে এসেছে আগুনউ কিছুদিন অগেই কেন্দ্রীয় সরকারের হলিডে হোম গ্র্যান্ড হোটেলের ভিভিআইপি বিভাগের সংস্কার করা হয়েছিলউ সৌভাগ্যবশত অগ্নিকাণ্ডের সময় হোটেলে কোনও অতিথি ছিলেন না।

বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণ বাড়ছে, পরিস্থিতি উদ্বেজনক বলছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো

ঢাকা, ১৩ মে (হি. স.) : বাংলাদেশে চলতি মে মাসের প্রথম ১২ দিনে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে ৪৮ শিশু। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে। কয়েকটি স্থানে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আবার অনেকে অধরা রয়ে গিয়েছে এখনও। শিশুদের অধিকার নিয়ে যারা কাজ করেন তারা বলছেন এই সংখ্যা উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ বাড়ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা। বেসরকারি সংস্থা 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' বলেছে, মে মাসের প্রথম ১২ দিনে ৪৪ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ৪ শিশু ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্থাটির কর্মকর্তা শাহানা হুদা বলেন, 'এই সংখ্যাটা সাংঘাতিক রকমের উদ্বেগের ব্যাপার। এই কারণেই সবার চোখে পড়েছে যে কেন সংখ্যাটা এত বেড়ে গেল। গত দুই মাস ধরে আমরা লক্ষ্য করছি অস্বাভাবিকভাবে শিশু ধর্ষণের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। আরেকটা জিনিস আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে যে, গত বছরে আমাদের রিপোর্টেও আছে ৬ বছর থেকে ১৩/১৪ বছরের বাচ্চারা বেশি ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এই সংস্থাটি বলেছে ২০১৮ সালে ৩৫৬ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে মারা গিয়েছে ২২ জন।' প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে ধর্ষিত হয়েছে ৪৭২ শিশু। ২০১৬ ও ২০১৫ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩০৪ এবং ২৯০ শিশু। শিশু ধর্ষণের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর সংখ্যা ভয়াবহভাবে বাড়ছে। কিন্তু বিষয়টা সংখ্যার হিসেবের চাইতেও ভয়ংকর এক পরিস্থিতির দিকে গড়াচ্ছে। শিশুরা এমন প্রসঙ্গ বোঝার ক্ষমতা রাখে না।

ঘেরাও

● প্রথম পাতার পর

এমএস ধনঞ্জয় রিয়াং এই ঘটনা জানলেও মুখ খুলতে নারাজ। হয়ত একটা অংশ ওনার পকেটেও যাচ্ছে। পরবর্তী সময় আশা কর্মীরা ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি ফেডারেশন এর দারস্থ হয়। সোমবার সকাল ১০ টায় সমস্ত আশা কর্মীদের নিয়ে এমএস এর নিকট ছুটে যায় কর্মচারী ফেডারেশনের একটি দল। তারা সবাই গিয়ে এমএস ধনঞ্জয় রিয়াং সাথে কথা বলেন এই বিষয়ে। অথচ তিনি কোন কিছু বলেন নি। সাথে সাথে একাউন্টেন্ট অমিত দাসকে খবর দেন এমএস ধনঞ্জয় রিয়াং। ৩/৪ বার খবর দেওয়ার পর ও আসলেন না অমিত দাস। ১ ঘন্টা পরে এমএস ধনঞ্জয় রিয়াং ও সিএমও নির্মল সরকার অমিত দাসের রুমে যান। পরে তাদের সামনে অমিত দাস অসহায় হয়ে পরেন। এমন কি সংগঠনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় আগামী ৭ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা দিতে হবে এবং সমস্ত ঘঠনা সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে। অন্যথায় সংগঠন বিস্তারিত ঘটনা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টিতে নেবেন ও সংগঠন দায়িত্ব নিয়ে কেলেঙ্কারির তদন্ত করবে।

বাংলাদেশের

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, আজ তিনি ত্রিপুরায় অবস্থান করবেন। আগামীকাল বাংলাদেশ ফিরে যাবেন।

নীরব

● প্রথম পাতার পর

লোকালয়ে এসে খাদ্যের জন্য তান্ডব চালাচ্ছে দফাক্রমে। মুঙ্গিয়াকামী রেঞ্জে বর্তমানে ১২টি বন্যহাতির রয়েছে। এর মধ্যে ৮টি হাতি উত্তর মহারাণীর গভীর জঙ্গলে এবং বাকি ৪টি হাতি রয়েছে জুম বাড়ি এলাকার জঙ্গলে। ওই সব বন্যহাতির দল খাদ্যের সন্ধানে উত্তর মহারানীপুর এলাকার বিভিন্ন গ্রামে এসে ধানী জমি সহ কৃষিজফসল নষ্ট করছে। এর পাশাপাশি উত্তর মহারানীপুর এলাকায় একটি ছোট পরিত্যক্ত জলাশয় আছে। সেখানেও হাতির দল আসে জলতেষ্টা নিবারন করার জন্য। এঅবস্থা বন দফতরের কিছু সংখ্যাক কর্মীরা মধুপোকার সাউন্ড বাজিয়ে হাতি গুলিকে জঙ্গলে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। কারন হাতি একমাত্র ভয় পায় মধু পোকাকে। বন কর্মীদের সহায়তা করছে এলাকার মানুষ জনরাও। প্রশ্ন হচ্ছে মুঙ্গয়াকামী রেঞ্জের বনাঞ্চল ও ফাঁকা নতুন করে বনায়ন করতে হবে বন কর্মীদের। নতুবা এভাবে কতদিন চলছে। হাতির তান্ডবের আতঙ্কে এলাকাবাসীর রাত জেগে পাহাড়া ও দিতে হয় নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার খবর পেয়ে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মার নেতৃত্বে সিপিআইএমের এক প্রতিনিধি দল সোমবার জিবি হাসপাতালে যান। আহত বৃদ্ধ চন্দ্রকুমার দেববর্মার চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। জিবি হাসপাতাল সফরকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, রাজ্যে আইনের শাসন নেই। শাসক দলের কল্যাণে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ভোট কলঙ্কিত হয়েছে। ১৬৮টি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণ করতে হয়েছে। দেশের অন্য কোথাও নির্বাচনে এ ধরনের নজির স্থাপিত হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। এসব ঘটনা থেকে বিজেপি-আইপিএফটি কোন শিক্ষা নিচ্ছে না। এ ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে জনগণকে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন রাধাচরণ দেববর্মা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মনও এদিন জিবি হাসপাতাল সফরে যান। তিনি আহত চন্দ্রকুমার দেববর্মার চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এমনকি রাজনৈতিক সৌজন্যতার নজিরও স্থাপন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য সহ অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আহতের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৩ মে।। একটুও ব্যাট তোলা নয়, নেই উল্লাসের লেশ মাত্র। স্রেফ দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যানের করমর্দনের আনুষ্ঠানিকতা। কে বলবে, এই জয়ে ফাইনালে উঠল দল! এতটাই অনায়াস, এতটাই প্রত্যাশিত ছিল বাংলাদেশের জয়। পাত্তা পেল না ওয়েস্ট ইন্ডিজ, এক ম্যাচ বাকি রেখেই নিশ্চিত হয়ে গেল বাংলাদেশের ফাইনাল।

ত্রিদেশীয় সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় জয়ে ফাইনালে উঠে গেছে বাংলাদেশ। আগের ম্যাচে ৮ উইকেটে জয়ের পর এবার বাংলাদেশের জয় ৫ উইকেটে।

ডাবলিনের মালাহাইড ক্রিকেট ক্লাবে সোমবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৪৭ রানে আটকে রেখে বাংলাদেশ জিতেছে ১৬ বল বাকি রেখে।

জয়ের ব্যবধান আগের ম্যাচের মতো না হলেও জয়ের ধরন একইরকম। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেভাবে দাঁড়াতেই দেয়নি বাংলাদেশ। কমতি খানিকটা রয়ে গেল স্রেফ রান তাড়ায়। আগের ম্যাচের মতো অতটা 'ক্লিনিক্যাল' হলো না ব্যাটিং।

টসকে এ দিনও পক্ষে পায়নি বাংলাদেশ। তবু ম্যাচ পক্ষে আনার কাজটা অনেকটাই এগিয়ে রাখেন বোলাররা। ব্যাটিং উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আগ্রাসী ব্যাটিং লাইনআপকে বেঁধে ফেলে আড়াইশর আগেই।

আগের ম্যাচের মতোই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিয়েছেন ৩ উইকেট। আগের ম্যাচের খরুচে বোলিংকে পেছনে ফেলে মুস্তাফিজুর রহমানের শিকার ৪টি। একটি করে উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি সাকিব আল হাসান ও মেহেদী হাসান মিরাজ আটকে রেখেছিলেন প্রতিপক্ষকে।

সাইফ উদ্দিনের চোটে ওয়ানডে অভিষেকের সুযোগ পাওয়া আবু জায়েদ চৌধুরী অবশ্য নজর কাড়ার মতো কিছু করতে পারেননি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটায় অবশ্য ছিল ভিন্ন কিছুর ইঙ্গিত। সুনিল আমব্রিসের সৌজন্যে ৫ ওভারেই ক্যারিবিয়ানরা তুলেছিল ৩৫ রান।

মাশরাফির প্রথম ছোবল তখনই। স্লিপে সৌম্য সরকারের দুর্দান্ত ক্যাচে ফেরেন ১৯ বলে ২৩ রান করা আমব্রিস।

তিনে নামা ড্যারেন ব্রাভোর উইকেটও পেতে পারতেন মাশরাফি। কিন্তু সহজ ক্যাচটি নিতে পারেননি মিরাজ। সেটি অবশ্য দ্রুতই পুষিয়ে দেন এই অফ স্পিনার। নিজেই ফিরিয়ে দেন ব্রাভোকে।

পাওয়ার প্লের মধ্যে এসেও দারুণ বোলিং করেছেন মিরাজ। মিডল অর্ডারে জোড়া শিকার ধরেন মুস্তাফিজ। সাকিবের বোলিংয়ে রান করার পথই পাচ্ছিল না ক্যারিবিয়ানরা। ৯৯ রানে হারায় তারা ৪ উইকেট।

হোপ ও হোল্ডারের জুটি সেখান থেকে উদ্ধার করে দলকে। তাড়াহুড়ো না করে ধীর পায়ে এগিয়ে নেন দলকে। সময়ের সঙ্গে রানের গতিও বাড়ান দুজন। জুটির ১০০ আসে ১১৩ বলে।

একটি উইকেট যখন খুব প্রয়োজন বাংলাদেশের, আবার ত্রাতা হয়ে আসেন মাশরাফি। ফিরিয়ে দেন ১০৮ বলে ৮৭ রান করা হোপকে।

হোল্ডার ফিফটি স্পর্শ করেছিলেন ৫৭ বলে। পঞ্চাশের পর দারুণ একটি ছক্কা মারেন মাশরাফিকে। তবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগেই প্রতিপক্ষ অধিনায়ককে থামান বাংলাদেশ অধিনায়ক। রাউন্ড দা উইকেটে বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়ে ৬২ রানে বিদায় করেন হোল্ডারকে।

শেষ দিকে এক ওভারে দুটি উইকেট নেন মুস্তাফিজ। লোয়ার অর্ডারদের টুকটাক অবদানে ক্যারিবিয়ানরা যায় আড়াইশর কাছে।

রান তাড়ায় এমনিতেই চাপ ছিল না। দুই ওপেনার আরও নির্ভার করে দেন বাংলাদেশকে। উদ্বোধনী জুটিতে পঞ্চাশ আসে বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

৫৬ রানের জুটি ভাঙে তামিম ইকবাল ক্ষনিকের জন্য অচেনা হয়ে ওঠায়। অফ স্পিনার অ্যাশলি নার্সকে টানা দুটি চারের পর আবার বেরিয়ে মারতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের খামখেয়ালি করতে ইদানিং খুব একটা দেখা যায়না তাকে। খেসারত দিয়েছেন ২১ রানে আউট হয়ে।

দলের এগিয়ে চলা তাতে থামেনি। অর্ধশত রানের জুটি আসে পরের উইকেটেও। সৌম্যর সঙ্গী এবার সাকিব। কিন্তু এই জুটির শেষটাও ঠিক আগেরটির মতো। নার্সকে বাউন্ডারি মারার পরই আবার বেরিয়ে খেলতে গিয়ে আলতো ক্যাচে ফেরেন ২৯ রান করা সাকিব।

ম্যাচে বাংলাদেশের সত্যিকার অর্থেই খানিকটা চাপের সময় আসে এরপরই। টানা দ্বিতীয় ফিফটির পর সৌম্যও (৬৭ বলে ৫৪) উইকেট উপহার দিয়ে ফেরেন নার্সকে।

রান তখন ৩ উইকেটে ১০৭। উইকেটে থিতু না হওয়া দুই ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম ও মোহাম্মদ মিঠুন। সেই দুজন মিলেই সরিয়ে দেন চাপ। দলকে এগিয়ে নেন জয়ের পথে। অবশ্য ৭ রানে নিশ্চিত রান আউটের হাত থেকে বেঁচে যান মিঠুন। রান নিতে গিয়ে পিছলে পড়েছিলেন মাঝ উইকেটে। কিন্তু রান আউটের অনেক সময় থাকলেও নার্সের থ্রো চলে যায় কিপারের মাথার ওপর দিয়ে।

এই জুটিতে আসে ৮৩ রান। দুটি করে চার ও ছক্কায় মিঠুন আউট হন ৪৩ রানে।

বাংলাদেশের জয় নিয়ে অবশ্য আর সংশয় জাগেনি। মাহমুদউল্লাকে নিয়ে মুশফিক গড়েন আরেকটি পঞ্চাশ রানের জুটি। নিজেও পেরিয়ে যান ফিফটি।

অপেক্ষা যখন ম্যাচ শেষের, কেমার রোচকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে সীমানায় ধরা পড়েন ৬৩ রান করা মুশফিক। খানিক পরই ধরা দেয় জয়।

আউট হয়ে ফেরার সময় নিজের ওপর ক্ষোভ ঝারছিলেন মুশফিক। আক্ষেপ কিছুটা থাকল দলেরও। কাজ শেষ করে ফিরতে পারতেন তিনি। শেষ করতে পারতেন মিঠুন। টপ অর্ডারে একজন অন্তত খেলতে পারতেন লম্বা ইনিংস।

সেসব হয়নি। তাই নিখুঁত হয়নি বাংলাদেশের রান তাড়া। তবে এর মধ্যেও ইতিবাচক কিছু খুঁজলে, বেশ কজনের ব্যাটিং অনুশীলন অন্তত হলো!

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৫০ ওভারে ২৪৭/৯ (হোপ ৮৭, আমব্রিস ২৩, ব্রাভো ৬, চেইস ১৯, কার্টার ৩, হোল্ডার ৬২, অ্যালেন ৭, নার্স ১৪, রিফার ৭, কটরেল ৮*, রোচ ৩*; আবু জায়েদ ৯-১-৫৬-০, মাশরাফি ১০-০-৬০-৩, মিরাজ ১০-০-৪১-১, মুস্তাফিজ ৯-১-৪৩-৪, সাকিব ১০-১-২৭-১, সৌম্য ২-০-১৫-০)।

বাংলাদেশ: ৪৭.২ ওভারে ২৪৮/৫ (তামিম ২১, সৌম্য ৫৪, সাকিব ২৯, মুশফিক ৬৩, মিঠুন ৪৩, মাহমুদউল্লাহ ৩০*, সাব্বির ০*; রোচ ৬-০-৪৬-১, কটরেল ৯.৮-০-৩৮-০, নার্স ১০-০-৫৩-৩, চেইস ৬-০-২৪-০, অ্যালেন ৩-০-১১-০, হোল্ডার ৮-১-৪৩-১, রিফার ৫-০-৩১-০)।

ফল: বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: মুস্তাফিজুর রহমান

গুয়ার্দিওলার ক্যারিয়ারের 'সবচেয়ে কঠিন' শিরোপা জয়

লন্ডন, ১৩মে।। প্রিমিয়ার লিগের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছিল লিভারপুল। শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্টের ব্যবধান ধরে রেখে লিভারপুলকে পেছনে ফেলে লিগের মুকুট ধরে রেখেছে ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গুয়ার্দিওলাও জানিয়েছেন, এটাই তার কোচিং ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন শিরোপা।

রোববার লিগের শেষ দিনে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের মাঠে ৪-১ গোলে জিতে ৯৮ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা ধরে রাখে সিটি। আর অ্যানফিল্ডে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ২-০ গোলে হারানো লিভারপুল ৩৮ ম্যাচে ৯৭ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়।

কোচিং ক্যারিয়ারে বার্সেলোনার হয়ে স্পেনের লা লিগা, বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে জার্মানির বুন্ডেসলিগার শিরোপা জেতা গুয়ার্দিলার হাত ধরে গত মৌসুমেও সিটি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছিল। তবে গতবার এত বেগ পেতে হয়নি দলটিকে। ইপিএলের এবারের শিরোপাকে তাই সবচেয়ে কঠিন বলেই ম্যাচ শেষে জানিয়েছেন গুয়ার্দিওলা।

"এই শিরোপাটি জিততে আমাদের টানা ১৪টা ম্যাচ জিততে হয়েছে। এখন পর্যন্ত এটাই আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন শিরোপা জয়।"

গতবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের চেয়ে ১৯ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে ১০০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শিরোপা জিতেছিল সিটি। এবার লিভারপুলের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান মাত্র ১। গুয়ার্দিওলা তাই লিভারপুলকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি।

"অবশ্যই আমি লিভারপুলকে অভিনন্দন জানাতে চাই-তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। গত মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটি একটা মানদণ্ড তৈরি করেছিল। লিভারপুল আমাদের গত মৌসুমের চেয়ে মানদণ্ড আরো বাড়াতে সাহায্য করেছে।"

লিগের ইতিহাসে একমাত্র ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডেরই আছে টানা তিন মৌসুমে শিরোপা জয়ের কীর্তি। দুইবার করে করেছিল তারা ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০ ও ২০০০-০১ এবং ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ মৌসুমে। আগামী মৌসুমে সিটির সামনেও থাকবে সুযোগ। গুয়ার্দিওলার আশাবাদী।

"এটা করা আরও কঠিন হবে কিন্তু আমরাও আরও শক্তিশালী হবো।" "যখন আপনি টানা দুইবার জিততে পারবেন, আমি অনুভব করছি পরের মৌসুমে আমরা ফিরে এখন যে জায়গাতে আছি, সেখানে থাকার চেষ্টা করব।"

আক্ষেপ নেই লিভারপুল কোচের

লন্ডন, ১৩ মে।। ৩৮ ম্যাচে ৩০ জয় ও সাত ড্র। হার মাত্র একটি। এরপরও লিগ শিরোপা জেতা হলো না। ৯৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগের রানার্সআপ হয়ে লিভারপুল নিজেদেরকে দুর্ভাগা ভাবতেই পারে। কেননা ইউরোপের সেরা পাঁচ লিগের ইতিহাসে যে কখনই কোনো দল এর চেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হয়নি। তবে কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ একটু হতাশ হলেও কোনো আক্ষেপ নেই বলেই জানিয়েছেন।

রোববার লিগের শেষ দিনে অ্যানফিল্ডে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে সাদিও মানের জোড়া গোলে ২-০ ব্যবধানে হারায় লিভারপুল। দরকার ছিল কেবল ম্যানচেস্টার সিটির হোঁচটের। কিন্তু ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের মাঠে ৪-১ গোলে জিতে ৯৮ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা ধরে রাখে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ম্যাচ শেষে কোনো দুঃখ নেই বলে সিটিকে অভিনন্দন জানান ক্লপ।

"সিটিকে অভিনন্দন। আমরা সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম বিষয়গুলো তাদের জন্য যতটা সম্ভব কঠিন করে তোলার, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না।"

"এটা পরিষ্কার যে আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল; সিটিকেও। এই সপ্তাহে আমাদের লক্ষ্য ছিল ৯৭ পয়েন্ট পাওয়া এবং আমরা সেটা পেয়েছি-এটা বিশেষ কিছু।। কোনো দুঃখ নেই।"

লিগ শিরোপা না পেলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ের আশা আছে লিভারপুলের। আগামী ১ জুন ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে টটেনহ্যাম হটস্পারের মুখোমুখি হবে তারা। ক্লপও তাকিয়ে আছেন সেদিকে।

"আমরা নিজেদের ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলাম এবং লিখেছি। আজ খুব ভালো অনুভূতি হচ্ছে না কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমাদের হাতে অনেক সময় আছে।"

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ইপিএলের হতাশা ভুলতে চান ভন ডাইক

লন্ডন, ১৩ মে।। খুব কাছে গিয়েও লিগ শিরোপা জিততে না পারার হতাশা আছে স্বাভাবিকভাবেই। তবে ভেঙে না পড়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন লিভারপুলের ডিফেন্ডার ভার্জিল ভন ডাইক। ইউরোপ সেরার মুকুট পরে মৌসুমটা ভালোভাবে শেষ করতে চান নেদারল্যান্ডসের এই ফুটবলার।

আগামী ১ জুন মাদ্রিদের ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানোয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে টটেনহ্যাম হটস্পারের মুখোমুখি হবে লিভারপুল।

রোববার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ২-০ ব্যবধানে হারায় লিভারপুল।তবে একই সময় শুরু হওয়া আরেক ম্যাচে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের মাঠে ৪-১ গোলে ম্যানচেস্টার সিটি জেতায় শিরোপা স্বাদ আর পাওয়া হয়নি অল রেডদের। টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

চলতি মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের দারুণ পথচলায় বড় অবদান ভন ডাইকের। ২৭ বছর বয়সী এই সেন্টার-ব্যাকের নেতৃত্বে লিগে ৩৮ ম্যাচের ২১টিতেই কোনো গোল হজম করেনি দলটি। অধরা প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ে আগামী মৌসুমে লড়াইয়ের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জয়ী এই ডিফেন্ডার।

"সিটিকে অভিনন্দন, এক পয়েন্ট এগিয়ে থেকে তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্য। শিরোপার লড়াইটা অসাধারণ ছিল। আমি এর পুরোটাই উপভোগ করেছি।"

"এর মানে এই নয় যে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আশা করি সামনের বছর আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারব এবং এর চেয়ে ভালোও করব।"

"আমাদের ইতিবাচক দিকটা দেখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে আমরা এখনও মাদ্রিদে (চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে) আছি। আশা করি উঁচুতে থেকে আমরা মৌসুম শেষ করতে পারব। আর সেটাই আমরা চেষ্টা করব ও করব।"

লিভারপুলের কাছে হারের ধাক্কা কাটাতে সময় চাইলেন বুসকেতস

লন্ডন, ১৩ মে।। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে লিভারপুলের কাছে অবিশ্বাস্যভাবে হেরে ছিটকে পড়ার ধাক্কা কাটাতে সময় লাগবে বলে জানিয়েছে বার্সেলোনার মিডফিল্ডার সের্হিও বুসকেতস। কোপা দেল রের শিরোপা জিতে চলতি মৌসুমটা ভালোভাবে শেষ করায় গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।

রোববার লা লিগায় গেতাফেকে ২-০ গোলে হারায় এরই মধ্যে শিরোপা নিশ্চিত করা বার্সেলোনা। অবশ্য এ দিন ঘরের মাঠে সমর্থকদের দুয়ো শুনতে হয় ফিলিপে কৌতিনিয়ো, বুসকেতসদের।

অ্যানফিল্ডে গত মঙ্গলবার সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে ৪-০ গোলে হেরে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ছিটকে যায় বার্সেলোনা। প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা।

লিভারপুলের বিপক্ষে হারকে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা বলে উল্লেখ করেন বুসকেতস। ২৫ মে কোপা দেল রের ফাইনালে ভালেন্সিয়ার মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। এই ম্যাচ জিতে ঘরোয়া ডাবল পূর্ণ করতে চান স্প্যানিশ এই ফুটবলার।

"আশা করি ক্লাব, সমর্থক ও খেলোয়াড়রা যে আঘাত পেয়েছে তা ঠিক হয়ে যাবে। আমরা সবাই কষ্ট পেয়েছি। আমি শিরোপা জয়ের সুযোগ হারিয়েছি, ম্যাচ হেরেছি কিন্তু এমন আঘাত কখনও পাইনি। এটা সবার জন্য খুব কঠিন ছিল, যদিও জয়-পরাজয় খেলারই অংশ।"

"সবার মিলিত চেষ্টায় আমাদের এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে হবে। সামনে কাপ ফাইনাল আছে। সামনের চ্যালেঞ্জটাও ছোট নয়। ঘরোয়া 'ডাবল' জেতাটা সামান্য ব্যাপার নয়। কিন্তু লিভারপুলের কাছ থেকে পাওয়া আঘাত অনেক গভীর।" "এখন নির্দিষ্ট কাউকে দোষারোপ করার বা তাৎক্ষনিক সমাধান খোঁজার সময় নয়। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে। আমরা একসঙ্গে অনেক বড় বড় কাজ করেছি। আর এখন যত ভালোভাবে মৌসুমটা শেষ করা যায় সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

বিগ ব্যাশে আগ্রহ নেই ডি ভিলিয়ার্সের

লন্ডন, ১৩ মে।। কিছুদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন বিশ্বকাপের চেয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) বেশি রোমাঞ্চকর। এই মন্তব্যে বেশ সমালোচনার মুখেই পড়েন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক মহাতারকা এবি ডি ভিলিয়ার্স। এবার জানালেন জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিগ ব্যাশেও আগ্রহ পান না তিনি।

গেলো মাসে বিগ ব্যাশ কর্তৃপক্ষকে ২০১৯-২০ মৌসুমে খেলতে তার আগ্রহের কথা জানালেও এক মাস না যেতেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন ভিলিয়ার্স। যাই হোক, ক্রিকেট.কম.এইউ জানাচ্ছে, কোনো ক্লাবের প্রতিই আগ্রহ দেখাচ্ছেন না ডিভিলিয়ার্স। যদিও রোববার (১২ মে) শেষ হওয়া আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর হয়ে ৪৪২ রান করেন তিনি।

ক্রিকেট -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

সোমবার থেকে রাজ্যের কলেজগুলিতে শুরু হয়েছে ডিগ্রি পরীক্ষা। ছবি- নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রীর জাত নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্যের জের, সপা-বিএসপিকে ঠেস যোগীর

মহারাজগঞ্জ (উত্তরপ্রদেশ), ১৩ মে (হি.স.): প্রধানমন্ত্রীর জাত নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করার জন্য সপা-বিএসপি জোটকে কটাক্ষ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে উত্তরপ্রদেশে প্রভূত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। তার ফলে আর্থিক বৃদ্ধিও হয়েছে। আর সেই জন্য সপা এবং বিএসপি ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন প্রধানমন্ত্রীকে। এমনকি শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে তাঁর জাত নিয়েও আপত্তিজনক মন্তব্য করে চলেছে। সোমবার উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জের এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ"-এর আদর্শে বিজেপি যে কাজ করে চলেছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, জাতপাত নিয়ে কোনও রকম ভেদাভেদ ছাড়া জন কল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা হয়েছে। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ৫৫ বছরে কংগ্রেস যা করে দেখাতে পারেনি। মাত্র পাঁচ বছরে তাই করে দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্ষীয়ান নাগরিকদের পেনশন হোক বা বিধবাদের ঋণ মকুব, গরিবদের বাড়ি হোক বা বিদ্যুৎ সংযোগ এবং গরিবদের জন্য এলপিজি গ্যাসের সংযোগ। সবই করে দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সরকারের সাফল্য তুলে ধরে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, সড়ক, হাইওয়ে নির্মাণ করেছে বিজেপি সরকার। পাশাপাশি রাজ্যের কৃষকদের ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। অবৈধ দখলদার থেকে থেকে জমি মুক্ত করে সেখানে হাসপাতাল, স্কুল, পলিটেকনিক গড়ে তোলা হয়েছে। বাড়তি জমি গরিবদের আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। জঙ্গি দমন নিয়ে সপা-কে কটাক্ষ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, অযোধ্যা, কাশী, গোরক্ষপুরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে যারা জড়িত সেই সকল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কেস ফাইল প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সপা সরকার। উল্লেখ্য, ২৭ এপ্রিল বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী দাবি করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী জন্মগত ভাবে উচ্চবর্ণের মানুষ। কিন্তু, রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য নিজেকে নিচু জাতের লোক বলে দাবি করছেন। সেই প্রেক্ষিতে এমন মন্তব্য যোগী আদিত্যনাথের।

মহাদেবের নামে উৎসর্গকৃত ষাড় চুরিতে বাধা দেওয়ায় আক্রান্ত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৩ মে।। ঠাকুরের নামে উৎসর্গিত তথা মহাদেবের ষারকে চুরি করে বিক্রি করতে বাধা দেওয়াতে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত এক ব্যক্তি। এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি থানাধীন ত্রিপুরা ও আসাম সীমান্তের জিরো পয়েন্ট এলাকায়। ঘটনা বিবরনে প্রকাশ, গত শুক্রবার চুরাইবারি এলাকা থেকে ঠাকুরের নামে উৎসর্গিত তথা মহাদেবের একটি ষাঁড়কে চুরি করে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল পূর্ব চুরাইবারি এলাকার ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল জলিল নামের এক ব্যক্তি। তখন এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সনজিৎ কানু নামের এক ব্যক্তি। তখন সে আব্দুল জলিলকে বাধা দিয়ে বলে এই ষারটি ভগবানের নামে উৎসর্গিত, সেটি যেন সে না নেয়,কিন্তু সনজিতের কথা পাত্তা না দিয়ে হুমকি-ধমকি দেখিয়ে ষারটিকে নিয়ে যায় বলে সনজিৎ কানুর অভিযোগ। পরে ঘটনাটি চুরাইবারি স্থানীয় পঞ্চায়েত ও চুরাইবারি থানার নিকট মৌখিক ভাবে জানায় সনজিৎ। এদিকে সনজিৎ কানু তার বাড়ির গরুর ঘাস আনতে অসমের কাঠালতলী এলাকা থেকে ঘাস নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে আসার পথে ত্রিপুরা অসম সীমান্তের জিরো পয়েন্ট কুর্তি এলাকায় সনজিৎ এর উপর আক্রমণ চালায় আব্দুল জলিল নামের ওই ব্যক্তি। ভোজালি দিয়ে তার শরীরের নানা স্থানে আঘাত করে এমনকি শরীরের কিছু কিছু জায়গায় কেটে যায়। কোন মতে প্রাণ নিয়ে সনজিৎ কানু চুড়াইবাড়ি থানায় গিয়ে সবিস্তারে খুলে বলে। তারপর চুড়াইবাড়ি থানার এস আই দয়াল চাকমা আহত সনজিৎ কানুকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সনজিৎকে হাসপালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করেন।

এদিকে সনজিৎ কানু জানায়, আব্দুল জলিল নামের ওই ব্যক্তি একজন গরু কারবারি,সে ভগবানের নামে উৎসর্গিত তথা মহাদেবের যারটিকে চুরাইবারি এলাকা থেকে চুরি করে নিয়ে বিক্রি করতে চেয়েছিল আর তা বাধা দেওয়াতে তার উপর আক্রমণ চালায় আব্দুল জলিল। সনজিৎ আরো জানায়, তার একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে ওই চুর গরু কারবাড়ি জলিল তার উপর আক্রমণ চালিয়েছে।অবশ্য চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ও চুড়াইবাড়ি থানায় ঘটনাটি অবগত হওয়াতে মহাদেবের ষারাটি ছেড়ে দিয়েছে গরু কারবারি জলিল। অপরদিকে চুড়াইবাড়ি থানার এসআই দয়াল চাকমা জানান, সনজিৎ কানুর অভিযোগ মূলে উনারা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছেন। উল্লেখযোগ্য যে, অভিযুক্ত গরু কারবারি আব্দুল জলিলের বিরুদ্ধে পূর্বে ও চুরির অভিযোগ ছিল। তাছাড়া গোটা চুরাইবাড়ি এলাকায় ওই ব্যক্তি ত্রাস সৃষ্টি করছিল। বর্তমানে অভিযুক্ত আব্দুল জলিল পলাতক।

প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের কবলে অসম, তছনছ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, হত মহিলা-সহ দুই

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে তছনছ হয়ে গেছে রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। ঘরের ওপর গাছ পড়ে মারা গেছেন এক মহিলা-সহ দুজন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনা উজান অসমের তিনসুকিয়ায় সংঘটিত হয়েছে। গত দুদিন থেকে অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা স্থানে ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। গত শনিবার বজ্রপাতে পিতা-পুত্র ও এক শিশুসন্তানের মৃত্যুর পাশাপাশি অপর শিশু, মহিলা-সহ আরও ছয়জন আহত হয়েছিলেন কোকরাঝাড়ে। উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার নেপালি চিরিং গ্রামে একটি বসতঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় এক মহিলা-সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের জোনাথান হাসা এবং সুশীল হাসা বলে শনাক্ত করা হয়ছে। তিনসুকিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে গতকাল রাতের ঘূর্ণিঝড়ে।গতকাল রাতে কোকরাঝাড় জেলার গোসাঁইগাঁও মহকুমার কদমগুড়ি, ধাউলিগুড়ি, অছাইবাড়ি, ভাওলাগুড়ি-সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে ঘূর্ণিঝড়। অনুরূপ খবর পাওয়া গেছে উজান অসমের ডিব্রুগড়, মাজুলি, ধেমাজি জেলা থেকেও।

উজান থেকে নিম্ন অসমের শতাধিক বাসিন্দার বাড়িঘর উড়িয়ে নিয়ে গেছে প্রবল ঝড়। শতাধিক গাছগাছালি উপড়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর গাছ কিংবা গাছের ডাল পড়ে যাওয়ায় অসংখ্য বিদ্যুতের খুঁটি ধরাশায়ী হয়েছে। ফলে শতাধিক গ্রাম বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাস্তায় গাছ পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বহু এলাকা। ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে ৩১ নম্বর সি জাতীয় সড়কে একটি ট্রাক উলটে গেছে।

এদিকে মধ্য অসমের নলবাড়ি জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত প্রবল ঘূর্ণিঝড় ব্যাপক ক্ষতি করেছে বাসিন্দাদের। সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বড়গাছা গ্রামের। বেশ কয়েকটি পরিবারকে খোলা আকাশের নীচে থাকতে হচ্ছে। সৌভাগ্যবলে প্রাণে বেঁচেছেন দিনমজুর জনৈক জিতু মেধি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তাঁর বসতঘরের ওপর একটি প্রকাণ্ড গাছ পড়ে ঘর চিড়েচ্যাপটা হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র কৃষক রমেন ডেকার গোটা বাসগৃহ উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়। আরেক কৃষক দ্বীজেন ডেকা, পুনেশ্বর বড়ো, প্রাণেশ্বর বড়ো, বিনোদ বড়ো, রাজেন বড়োদের বসতঘরও তছনছ হয়ে গেছে। প্রায় বিশ বিঘা জমিতে উদ্যমী যুবক উৎপল ডেকাদের মালভোগ কলার বাগান একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এছাড়া কৃষকদের ঝিঙা, মিষ্টিকুমড়ো, কুমড়ো জাতীয় মরশুমি সবজি খেতেরও বিস্তর ক্ষতি হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, এলাকার রণ্টু ডেকা, উরু তালুকদার, অচ্যুৎ ডেকা, পরেশ বড়ো, সোনেশ্বর বড়ো, জিতু তালুকদার, রঞ্জিতা বড়ো, শান্তি বড়ো, নৃপেন বড়ো, মতি বড়ো, তপন ডেকা, দেবজিৎ তালুকদার, অনিল ডেকা, নিরঞ্জন বড়ো, উপেন্দ্র স্বর্গিয়ারি, দুলাল ডেকা, প্রহ্লাদ তালুকদার (বড়গাছা)দের বসতগৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় গিয়ে ভুক্তভোগীদের খোঁজখবর নিয়েছে বরক্ষেত্রীর বিধায়ক নারায়ণ ডেকা, ছয়ের পাতায় দেখুন

কোচবিহারে ঝড়ে আহত ১০

মাথাভাঙা, ১৩ মে (হি. স.) : রবিবার রাতের ব্যাপক ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায়। মাথাভাঙা এলাকায় সব থেকে বেশী ক্ষতি হয়েছে। সেখানে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের অনেককেই মাথাভাঙা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও এক হাজারেরও বেশি বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছে। প্রচুর গাছপালা ভেঙে পড়েছে।জানা গিয়েছে, মাথাভাঙার জোরপাকড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিবপুর, ডাকঘরা, খলিশামারি পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশগুরি, কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকারও বেশ কিছু গ্রামে ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে।অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ক্ষতি হয়েছে ফসলেরও। মূলত ভুট্টা চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। চাষে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় চিন্তায় রয়েছে চাষীরা।

দেশে বিজেপি সরকার নয় কংগ্রেস সরকার গঠন হবে:প্রমোদ কৃষ্ণান

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.): ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ দফার নির্বাচন শেষউ এরই মাঝে দেশে বিজেপি সরকার নয় কংগ্রেস সরকার গঠন হওয়ার আশ্বাস দিলেন লখনউ লোকসভা কেন্দ্রের রাজনাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কংগ্রেস প্রার্থী আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণান উ সোমবার কলকাতার বিধান ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে দেশে কংগ্রেস সরকার গঠনের প্রয়োজনের কথা বললেন প্রমোদ কৃষ্ণানউএদিন তিনি বলেন, 'সঠিক দেশ চালাতে গেলে কংগ্রেসকে নিয়ে আসতে হবেউ দেশে বিজেপি সরকার নয় কংগ্রেস সরকার গঠন হবেউআর বাকিদের যেকোনও একদিকে আসতে হবে।বিজেপি বা তৃণমূল সরকার আসলে দেশ আবার রসাতলেই যাবে উ দেশ শাসন করার জন্য প্রয়োজন কংগ্রেসের উ আর দয়া করে তৃণমূলকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট না করে সরাসরি কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করুন'।

জম্মু ও রেয়াসি থেকে ৭ মাদক পাচারকারী গ্রেফতার

শ্রীনগর, ১৩ মে (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে সাতজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।পুলিশ অভিযুক্তদের জম্মু ও রেয়াসি জেলা থেকে গ্রেফতার করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। রবিবার পুলিশের একটি দল জম্মু শহরের সিধরার ওয়ালিয়াবাদে টহল দেওয়ার সময় দুজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ইনটি অক্সসিডেন্ট ক্যাপসুল ও ইনজেকশন উদ্ধার করা হয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় দুজন অভিযুক্ত নাওয়াজ শরিফ এবং নাজির আহমেদ জানিয়েছে যে তারা ছয়ের পাতায় দেখুন

অসমে প্রবল ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত, নৌকাডুবি, হত দুই শিশু-সহ চার, আহত পাঁচ, ব্রহ্মপুত্রে নিখোঁজ এক

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে এখন পর্যন্ত অসমে দুই শিশু-সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। এছাড়া ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবির ফলে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার পাশাপাশি বজ্রপাতে জনৈক মহিলা ঝলসে গিয়ে আহত হয়েছেন। ঘটনাগুলি রবিবার মধ্যরাত থেকে আজ সোমবার বিকেল পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে।নিহতদের মধ্যে উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার নেপালি চিরিং গ্রামের জনাথন হাসা (১০), সুশীল হাসা (৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এছাড়া গুরুতরভাবে আহত হয়ে একই পরিবারের দুজন সেতেং হাসা ও দিপালী হাসা বর্তমানে ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে নিম্ন অসমের চিরাং, বঙাইগাঁওয়েও দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। বঙাইগাঁওয়ের সাতিয়াংগুড়ি গ্রামের ধনঞ্জয় দাস এবং মানিকপুরের রামচন্দ্র রবিদাস নামের দুজন ঝড়ের কবলে পড়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের ওপর গাছের ডাল পড়ে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে খবর। তাছাড়া গাছের ডাল ওপরে পড়ে যাওয়ায় জনৈক সহিদ আলি এবং ওমর ফারুখ গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদের মানিকপুর মডেল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।এদিকে নিম্ন অসমের বরপেটা জেলার বাঘবরে ব্রহ্মপুত্রের বুকে নৌকাডুবির ফলে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন। তিনি এলাকার জনৈক মানিক আলি (৪৫)। তাকে উদ্ধার করতে এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা নদে অভিযান চালাচ্ছেন।অন্যদিকে কামরূপ জেলার নগরবেরার বাসিন্দা জনৈক রঙ্গেশ্বরী দেবী বজ্রপাতে ঝলসে গেছেন বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ। তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে তছনছ হয়ে গেছে রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। গতরাতে কোকরাঝাড় জেলার গোসাঁইগাঁও মহকুমার কদমগুড়ি, ধাউলিগুড়ি, অছাইবাড়ি, ভাওলাগুড়ি-সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে ঘূর্ণিঝড়। অনুরূপ খবর পাওয়া গেছে উজান অসমের ডিব্রুগড়, মাজুলি, ধেমাজি জেলা থেকেও। উজান থেকে নিম্ন অসমের শতাধিক বাসিন্দার বাড়িঘর উড়িয়ে নিয়ে গেছে প্রবল ঝড়। শতাধিক গাছগাছালি উপড়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর গাছ কিংবা গাছের ডাল পড়ে যাওয়ায় অসংখ্য বিদ্যুতের খুঁটি ধরাশায়ী হয়েছে। ফলে শতাধিক গ্রাম বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাস্তায় গাছ পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বহু এলাকা।

ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে ৩১ নম্বর সি জাতীয় সড়কে একটি ট্রাক উলটে গেছে।এদিকে মধ্য অসমের নলবাড়ি জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত প্রবল ঘূর্ণিঝড় ব্যাপক ক্ষতি করেছে বাসিন্দাদের। সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বড়গাছা গ্রামের। বেশ কয়েকটি পরিবারকে খোলা আকাশের নীচে থাকতে হচ্ছে। সৌভাগ্যবলে প্রাণে বেঁচেছেন দিনমজুর জনৈক জিতু মেধি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তাঁর বসতঘরের ওপর একটি প্রকাণ্ড গাছ পড়ে ঘর চিড়েচ্যাপটা হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র কৃষক রমেন ডেকার গোটা বাসগৃহ উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়। আরেক কৃষক দ্বীজেন ডেকা, পুনেশ্বর বড়ো, প্রাণেশ্বর বড়ো, বিনোদ বড়ো, রাজেন বড়োদের বসতঘরও তছনছ হয়ে গেছে। প্রায় বিশ বিঘা জমিতে উদ্যমী যুবক উৎপল ডেকাদের মালভোগ কলার বাগান একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এছাড়া কৃষকদের ঝিঙা, মিষ্টিকুমড়ো, কুমড়ো জাতীয় মরশুমি সবজি খেতেরও বিস্তর ক্ষতি হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, এলাকার রণ্টু ডেকা, উরু তালুকদার, অচ্যুৎ ডেকা, পরেশ বড়ো, সোনেশ্বর বড়ো, জিতু তালুকদার, রঞ্জিতা বড়ো, শান্তি বড়ো, নৃপেন বড়ো, মতি বড়ো, তপন ডেকা, দেবজিৎ তালুকদার, অনিল ডেকা, নিরঞ্জন বড়ো, উপেন্দ্র স্বর্গিয়ারি, দুলাল ডেকা, প্রহ্লাদ তালুকদার (বড়গাছা)দের বসতগৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় গিয়ে ভুক্তভোগীদের খোঁজখবর নিয়েছে বরক্ষেত্রীর বিধায়ক নারায়ণ ডেকা, সানেকুচি গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি মুনীন্দ্র বেজ, পঞ্চায়ত সদস্য যোগেন তালুকদারা। এছাড়া সরকারিভাবে লাটমণ্ডল-সহ গ্রামপ্রধান শচীন্দ্র হুজুরি ক্ষয়ক্ষতির সমীক্ষা শুরু করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।গোয়ালপাড়া জেলা সদর-সহ নগরবেরায় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে দোকুচি সরকারি আদর্শ বিদ্যালয়ের টিনের চাল উড়ে গেছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বহু বিহু প্যান্ডালও।

জীবন সায়াহ্নে এরশাদ কেমন আছেন

ঢাকা, ১৩ মে (হি. স.) : ন'বছরের দোর্দন্ডপ্রতাপ শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জীবন সায়াহ্নে এখন একা, অনেকটা নিঃসঙ্গ। তাঁর স্ত্রী রওশন কিংবা কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন কেউ কাছে নেই। ৯০ বছরের জীবনের ভার বলতে গেলে এখন একাই বয়ে নিয়ে চলেছেন। বারিধারায় বাসভবন প্রেসিডেন্ট পার্কে সারাদিনই থাকেন, মৃত্যুভয়ে প্রায়ই রাত-বিরাতে ছুটে যান সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ)। দিন কয়েক সেখানে কাটিয়ে আসেন। বাড়িতে পরিচর্যা করেন কর্মচারীরা। ১৯৯০ সালে গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হলেও এখন পর্যন্ত রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা কিন্তু কমেনি। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কোনও প্রচারে না গিয়েও জিতে আসেন। এখন তাঁর দল জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায়। গত সংসদে সরকারেও ছিল, বিরোধী দলেও ছিল। গুলশান থেকে মাত্র আধ কিলোমিটার দূরে স্ত্রী ও পার্টির কো-চেয়ারম্যান বেগম রওশন এরশাদ বসবাস করলেও তিনি বারিধারায় প্রেসিডেন্ট পার্কে স্বামী এইচ এম এরশাদের খোঁজ নিতে আসেন না। গত পাঁচ বছরে ১৭ বার এরশাদ সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নিতে গেলেও স্ত্রী রওশন এরশাদ একবারও সঙ্গে যাননি। এরশাদ সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন আমেরিকা প্রবাসী এরশাদের আরেক ভাই মঞ্জুর মুর্শেদ ও তার সহধর্মিণী রোকসানা মুর্শেদ। গত জাতীয় নির্বাচনের আগে এরশাদের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হলে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেশে সুস্থতা কামনায় জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে একাধিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হলেও কোনো দোয়া মাহফিলে অংশ নেননি রওশন এরশাদ। এরশাদের আরেক স্ত্রী বিদিশা, যার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে বলা হয়, তিনিও খোঁজখবর নেন না। থাকেন কিন্তু গুলশানেই। অবশ্য বিদিশার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান এরিক মা-র সঙ্গে থাকলেও ছাড়াছাড়ির শর্তানুযায়ী পিতার কাছেও পাঠাতে হয়। এরশাদের ছোট ভাই দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের) হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেন, 'সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের প্রায় সারা দিনই বাসায় কাটে। শরীরটা খারাপ বোধ করলে ডাক্তারের কাছে যান। শারীরিক পরিচর্যা কারা করেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, কাজের লোক আছে। তারাই পরিচর্চা করেন। আমি প্রায়ই দেখা করতে যাই।'

বারিধারার প্রেসিডেন্ট পার্কে দলের নেতা-কর্মীরা এখন আর ভিড় করেন না। নেতা-কর্মীরা দুভাগ হয়ে ভিড় করছেন জি এম কাদের ও রওশনের বাড়িতে। দলের কোনও কর্মসূচিতে এরশাদ আর অংশ নেন না। ৯০ বছরের শরীর সায় দেয় না। কয়েকদিন আগে মধ্যরাতে ছোট ভাই জি এম কাদেরকে দলের উত্তরসূরি নিযুক্ত করে সাংগঠনিক বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর ঝড় উঠেছিল। এখন সব নীরব। তবে ভাই জি এম কাদের প্রায়ই আসেন বারিধারার বাসায়। কথা বলেন, ভাইয়ের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।

জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও আলাপ করেন। সব মিলিয়ে বলতে গেলে জীবন সায়াহ্নে এসে একাকী জীবন কাটাচ্ছেন সাবেক এই সেনাপ্রধান। দীর্ঘদিনের কর্মচারী আবদুল ওহাব, আবদুস সাত্তার, বাদশা, নিপা ও রুবির তত্ত্বাবধানে কাটছে এরশাদের দিনকাল। ব্যক্তিগত সহকারী আবদুল ওহাব বলেন, 'হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আমাদের পিতার মতো। অসুস্থ পিতাকে সন্তান যেমন সেবা-যত্ন করে, আমরা আমাদের পিতার সেবা করে যাচ্ছি।' একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ। মনোনয়নপত্র জমা করার পরপরই তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্বাচনের কয়েক দিন আগে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তবে তখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। কোনো প্রচারে অংশ নেননি। সিঙ্গাপুর থেকে এসেই পুনরায় তিনি ঢাকার সিএমএইচে ভর্তি হন। নির্বাচনের পর তিনি আবার সিঙ্গাপুরে গিয়ে চিকিৎসা নেন। এরশাদের ব্যক্তিগত সচিব মেজর খালেদ আখতার বলেন, 'চিকিৎসার বিষয়টি আমি নিজে দেখাশোনা করি। আর কর্মচারীরা তার পরিচর্যা ও দেখাশোনা করেন। সারা দিন শুয়ে-বসেই এরশাদের দিন কাটে', বলে তিনি জানান।

সপ্তম দফায় ১০০ শতাংশ বুথে মোতায়েন হবে ৬৭৩ কম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ১৩ মে(হি.স.): সপ্তম দফাতেও ১০০ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে বলে সোমবার জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনউ ষষ্ঠ দফায় আটটি কেন্দ্রে মোতায়েন ছিল ৭৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীউ আগামী তথা শেষ দফায় রাজ্যের বিধানসভার ছয়টি উপনির্বাচন সহ সপ্তম দফার লোকসভা ভোটে ৬৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবেউ কেন্দ্রের স্পর্শকাতরতা বিচার করে সেই সব কেন্দ্রে দেওয়া হবে ১০০ শতাংশ বাহিনীউ প্রসঙ্গত ষষ্ঠ দফার ভোটে একমাত্র ঝাড়গ্রামেই ১০০ শতাংশ বাহিনী ছিল।

এদিন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন বৈঠক করে নির্দেশ দেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বসিরহাটের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বাম প্রার্থী ফুয়াদ হালিম। তাই ডায়মন্ড হারবারেও জারি থাকবে কড়া নজরদারি। বারাসত পুলিশ জেলা বুথে থাকবে ৫৫ কোম্পানিউ বারুইপুর পুলিশ জেলা বুথে ১০৩ কোম্পানিউ বসিরহাট পুলিশ জেলা বুথে ৭০ কোম্পানি বাহিনী থাকবেউ ২৭ কম্পানি বাহিনী থাকবে বিধাননগর পুলিশ ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।